আল্লাহু আকবার

আল্লাহু আকবার

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

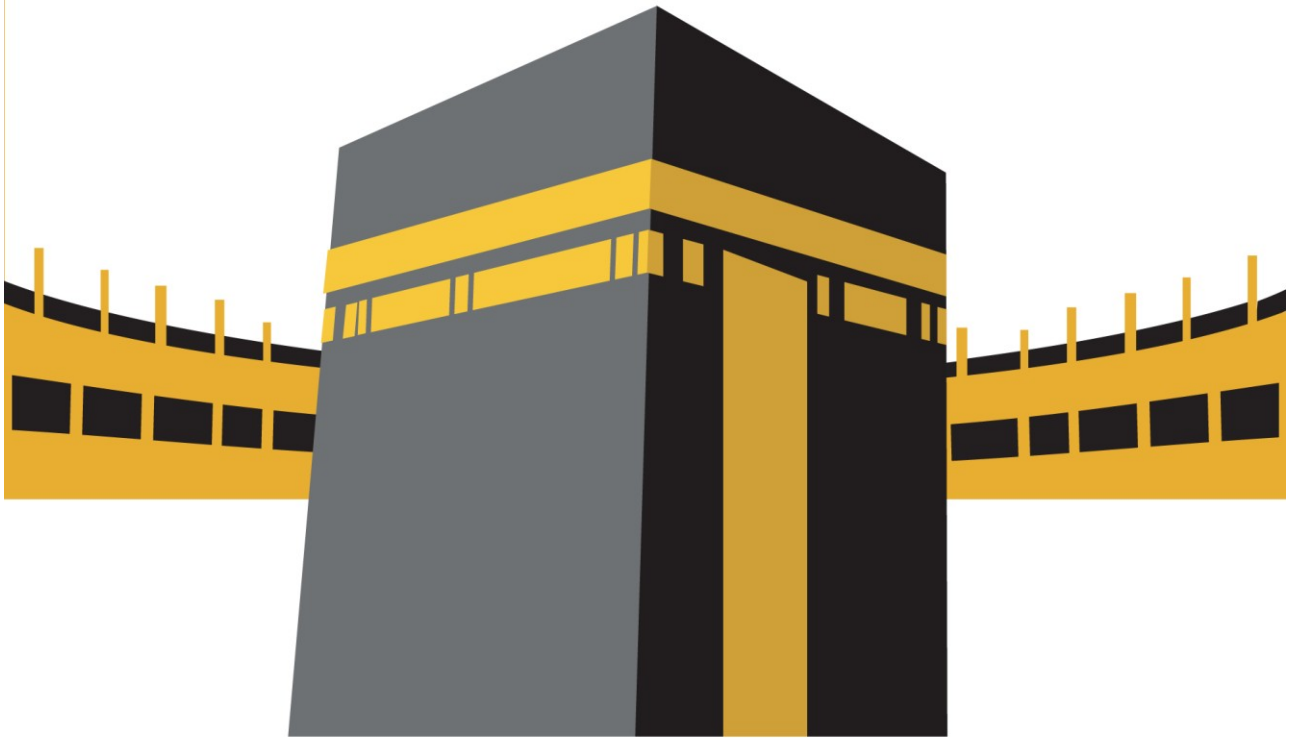

জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি

১৪৩৮ হিজরি (২০১৭ খ্রি.)

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	১ ভূমিকা	
	২ উদ্দেশ্য	
দ্বিতীয় অধ্যায়	৩ হজযাত্রীর প্রাক্-নিবন্ধন ও নিবন্ধন, কর্মপরিকল্পনা এবং হজ প্যাকেজ ঘোষণা	
	৩.১ প্রাক্-নিবন্ধন ও নিবন্ধন	
	৩.২ হজ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা ও হজ প্যাকেজ ঘোষণা	
	৩.৩ হজে গমনের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা	
	৪ হজ সংক্রান্ত চুক্তি	
	৫ হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা: বাংলাদেশ পর্ব	
	৫.১ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের করণীয়	
	৫.২ হজ অফিস, ঢাকার করণীয়	
	৬ হজ ব্যবস্থাপনা: সৌদি আরব পর্ব	
	৬.১ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেদ্দা এবং বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা, মদিনা ও জেদ্দার করণীয়	
	৬.২ হজ এজেন্সীর বাড়ি পরিদর্শন	
	৬.৩ হজকর্মী নিয়োগ	
	৭ বেসরকারি ব্যবস্থাপনা	
	৮ বাড়ি ভাড়া	
	৮.১ সরকারি ব্যবস্থাপনায় বাড়ি ভাড়া	
	৮.২ বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বাড়ি ভাড়া	
	৯ সৌদি আরবে হজ ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দল প্রেরণ	
	৯.১ হজ প্রতিনিধি দল	
	৯.২ হজ প্রশাসনিক দল	
	৯.৩ হজ চিকিৎসক দল	
	৯.৪ হজগাইড নির্বাচন	
	৯.৫ রাষ্ট্রীয় খরচে হজপালন	
	৯.৬ মৌসুমী হজ অফিসার নিয়োগ	
	৯.৭ কারিগরী দল	
তৃতীয় অধ্যায়	১০ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা	
	১১ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা	
	১২ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা	
	১৩ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা	
	১৪ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা	
	১৫ তথ্য মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা	
	১৬ বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের ভূমিকা	
	১৭ জেলা প্রশাসকের ভূমিকা	
	১৮ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ভূমিকা	
চতুর্থ অধ্যায়	১৯ আপৎকালীন ফান্ড	
	২০ হজযাত্রীদের অব্যয়িত অর্থ ফেরত প্রদান	
পঞ্চম অধ্যায়	২১ ওমরাহ এজেন্সী সংক্রান্ত	
	২১.১ ওমরাহ এজেন্সী	
	২১.২ ওমরা এজেন্সীর দায়-দায়িত্ব	
ষষ্ঠ অধ্যায়	২২ হজ ও ওমরাহ এজেন্সী নিয়োগ, পরিদর্শন ও নবায়ন	
	২২.১ নিয়োগের শর্তাবলী	
	২২.২ নিয়োগ প্রক্রিয়া	
	২২.৩ পরিদর্শন	
	২২.৪ নবায়ন	
	২৩ হজ ও ওমরাহ এজেন্সীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্ত, শাস্তি ও রিভিউ	
	২৩.১ তদন্ত/শাস্তির কারণসমূহ	
	২৩.২ তদন্ত ও শাস্তি	
	২৩.৩ রিভিউ	
সপ্তম অধ্যায়	২৪ জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা	

জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ১৪৩৮ হিজরি (২০১৭খ্রি.)

প্রথম অধ্যায়

১.	ভূমিকা:
	ক. ইসলামের অবশ্য পালনীয় পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে আর্থিক ও দৈহিকভাবে সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলমানের জন্য পবিত্র হজপালন অন্যতম স্তম্ভ। প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলমান পবিত্র হজ ও ওমরাহ পালনের জন্য সৌদি আরব গমন করেন। পবিত্র হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত। রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনায় নতুন নতুন নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান প্রবর্তন করায় এবং বাংলাদেশ হতে পবিত্র হজ ও ওমরাহ পালনের লক্ষ্যে হজ ও ওমরাহযাত্রীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর (IT) করার লক্ষ্যে পরিবর্তিত বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ১৪৩৭ হিজরি/২০১৬খ্রি. প্রণয়ন করে। হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর সুষ্ঠু ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে বাস্তবতার নিরিখে এই নীতির কিছু পরিবর্তন/ সংশোধন/ সংযোজন/ পরিমার্জনের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ১৪৩৭ হিজরি/২০১৬খ্রি. এর কতিপয় অনুচ্ছেদ পরিবর্তন/ পরিবর্ধন/ সংশোধন/ সংযোজনপূর্বক সরকার জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ১৪৩৮ হিজরি (২০১৭খ্রি.) প্রণয়ন করল। খ. ইহা জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ১৪৩৮ হিজরি (২০১৭খ্রি.) নামে অভিহিত হবে এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।
২	উদ্দেশ্য:
২.১	প্রতিবছর যথাসময়ে হজ ও ওমরাহ এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
২.২	নির্ধারিত সময়ে হজযাত্রীদের ঢাকা-জেদ্দা-ঢাকা/ঢাকা-মদিনা-ঢাকা পথের বিমান ভাড়া নির্ধারণ ও হজ প্যাকেজ ঘোষণা।
২.৩	যথাসময়ে হজের আবেদনপত্র জমা নেয়ার তারিখ নির্ধারণ ও ঘোষণা।
২.৪	যথাসময়ে হজের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক রাজকীয় সৌদি সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের সাথে ত্বরিত যোগাযোগ ও সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ।
২.৫	হজ ও ওমরাহ সম্পাদনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ ও সমন্বয় সাধন।
২.৬	হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ।
২.৭	সামগ্রিক হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।
২.৮	সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য সৌদি আরবে যথাসময়ে বাড়ি ভাড়া ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন করার মাধ্যমে হজযাত্রী প্রতি ব্যয় সংকোচন।
২.৯	হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জনমনে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান, হজযাত্রীদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনকরণ।
২.১০	রাজকীয় সৌদি সরকারের ই-হজ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সমন্বয়ের লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তির (IT) সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনার আধুনিকীকরণ এবং হজ ও ওমরাহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে অনলাইনে তথ্য আদান-প্রদান নিশ্চিতকরণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

৩	হজযাত্রীর প্রাক্-নিবন্ধন ও নিবন্ধন, কর্মপরিকল্পনা এবং হজ প্যাকেজ ঘোষণা:
৩.১	প্রাক্-নিবন্ধন ও নিবন্ধন:
৩.১.১	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বছরব্যাপী হজযাত্রীর প্রাক্-নিবন্ধন করার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি সিস্টেমসহ অবকাঠামো বিনির্মাণ ও পরিচালনা করবে। বাংলাদেশের নাগরিক যাঁরা হজে যেতে আগ্রহী, তাঁদেরকে প্রাক্-নিবন্ধন করতে হবে। প্রাক্-নিবন্ধনের জন্য হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) থাকতে হবে। প্রাক্-নিবন্ধনের পর হজযাত্রী হিসেবে নিবন্ধনের জন্য হজে গমনেচ্ছু এমআরপি (MRP) পাসপোর্ট থাকতে হবে। এরূপ পাসপোর্টের মেয়াদ হজের তারিখ হতে কমপক্ষে পরবর্তী ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকতে হবে। বাংলাদেশী নাগরিক বিদেশী পাসপোর্ট নিয়ে হজে যেতে পারবেন না; তবে তাঁরা বাংলাদেশী এমআরপি (MRP) পাসপোর্ট সংগ্রহপূর্বক হজে যেতে পারবেন।
৩.১.২	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজের প্রাক্-নিবন্ধন ও নিবন্ধনের পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে হজের ওয়েবসাইটে (www.hajj.gov.bd) প্রকাশ করবে। একইসঙ্গে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও সরকারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মাধ্যমে এবং ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করবে।
৩.১.৩	সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (UDC), ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যালয় ও হজ অফিস, ঢাকা হতে হজের প্রাক্-নিবন্ধন করতে পারবেন। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ হজ এজেন্সীর কার্যালয় হতে হজের প্রাক্-নিবন্ধন করবেন।
৩.১.৪	সরকার নির্ধারিত ফি ও জামানত নির্ধারিত ব্যাংকে জমা প্রদানের সাথে সাথে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন কেন্দ্রীয় প্রাক্-নিবন্ধন সার্ভার থেকে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে প্রাক্-নিবন্ধন ক্রমিক প্রদান করতে হবে।

৩.১.৫	যে সকল হজযাত্রীর বয়স ১৮ বা তদূর্ধ্ব তাদের প্রাক্-নিবন্ধনের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) বাধ্যতামূলক এবং যাঁদের বয়স ১৮ বছরের নীচে তাঁরা অভিভাবকের সঙ্গে জন্মনিবন্ধন সনদের কপিসহ প্রাক্-নিবন্ধনের আবেদনপত্র পূরণ করবেন। এই তথ্য জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যভান্ডার , জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন তথ্যভান্ডার এবং পুলিশের বিশেষ শাখার মাধ্যমে যাচাই করা হবে। প্রাক্-নিবন্ধনকারী ব্যাংকসমূহ প্রবাসী ও ১৮ বছরের নিম্নবয়সীদের সনদের (NID/জন্মনিবন্ধন) তথ্য অবশ্যই প্রাক্-নিবন্ধন ভাউচারের তথ্যের সঙ্গে যাচাই করবে।
৩.১.৬	হজযাত্রী প্রেরণের ক্ষেত্রে সৌদি সরকার থেকে নির্ধারিত কোটা পাওয়ার পর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ প্যাকেজ ঘোষণা, হজযাত্রী প্রেরণের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি বৈধ হজ এজেন্সীর তালিকা এবং হজে গমনেচ্ছু প্রাক্-নিবন্ধিত প্রার্থীর মধ্য হতে ক্রমানুযায়ী কোটার সমসংখ্যক হজযাত্রীর তালিকা নিবন্ধনের জন্য প্রকাশ করবে। প্রকাশিত তালিকার হজযাত্রীগণকে ঘোষিত প্যাকেজ অনুযায়ী সরকারি ব্যবস্থাপনায় নির্ধারিত ব্যাংক এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি হজ এজেন্সীর মধ্য থেকে পছন্দমত এজেন্সী ও হজ প্যাকেজ নির্বাচনপূর্বক হজ প্যাকেজের অবশিষ্ট টাকা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত ব্যাংকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্দেশ প্রদান করবে। বেসরকারি এজেন্সী কর্তৃক ঘোষিত প্যাকেজ এবং হজযাত্রীর সঙ্গে তাদের সম্পাদিত চুক্তির অনুলিপি সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। হজ এজেন্টগণ অবশ্যই তাদের হজযাত্রীদের প্রাক্-নিবন্ধনের সময়েই মাহরাম সঠিকভাবে পূরণ করে প্রাক্-নিবন্ধন সম্পন্ন করবেন।
৩.১.৭	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীর ক্ষেত্রে হজ অফিস, ঢাকা এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সী নিবন্ধিত ব্যক্তিদের হজ প্যাকেজে ঘোষিত টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে হজযাত্রী হিসেবে নিশ্চিত করলে হজ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে (HMIS) তাঁর পিলগ্রিম আইডি (PID) প্রদান করা হবে।
৩.১.৮	প্রাক্-নিবন্ধিত তালিকা থেকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত কোন হজযাত্রী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাকি টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে, অবশিষ্ট কোটা পূরণের জন্য প্রাক্-নিবন্ধনের ক্রমানুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৩.১.৬ ও ৩.১.৭ উপ-অনুচ্ছেদের আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন করার আহ্বান জানানো হবে।
৩.১.৯	৩.১.৬ উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রকাশিত হজযাত্রীদের তালিকার মধ্যে যাঁরা ঘোষিত সময়ে নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হবেন, তাঁদের প্রাক্-নিবন্ধন পরবর্তী ০১ (এক) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।
৩.১.১০	যদি কোন হজযাত্রী হজে যেতে আগ্রহী না হন তাহলে প্রাক্-নিবন্ধনের জামানত (নির্ধারিত সার্ভিস ফি ব্যতীত) ফেরত নিতে পারবেন, তবে এক্ষেত্রে তাদের জামানত বাবদ জমাকৃত টাকার মধ্য হতে প্রসেসিং ফি (প্যাকেজে নির্ধারিত) কর্তন করে অবশিষ্ট টাকা হজযাত্রীর ব্যাংকের হিসেবের মাধ্যমে ফেরত প্রদান করা হবে।
৩.১.১১	কোন এজেন্সী কোটার কম হজযাত্রী পেলে বা লাইসেন্স চালাতে অপারগ হলে বা লাইসেন্স বাতিল হলে, সরকার কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে ঐ হজযাত্রীদের অন্য লাইসেন্সে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্থানান্তর করতে হবে।
৩.১.১২	সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রতি ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) জন হজযাত্রীর জন্য ০১ (এক) জন গাইড হজযাত্রী হিসেবে গমন করবেন। প্রতিবছরের জন্য গাইডদের তথ্যফরম পূরণ করে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে গাইডদের সরাসরি হজ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে (HMIS) এন্ট্রি করা যাবে। হজগাইডদের তথ্যাবলি হজ ফ্লাইট শুরুর কমপক্ষে ০২ (দুই) মাস পূর্বে হজ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে (HMIS) এন্ট্রি সম্পন্ন করতে হবে।
৩.১.১৩	প্রাক্-নিবন্ধন, নিবন্ধন ও হজযাত্রীর তথ্যভান্ডার আই.টি বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে একটি কারিগরি কমিটি গঠনপূর্বক সরকার সময়ে সময়ে নিরীক্ষা করবে।
৩.১.১৪	বেসরকারি ব্যবস্থাপনার মোনাজ্জেমদের হজের পূর্বে মোয়াল্লেম ও সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তি, বাড়ি/হোটেল ভাড়া এবং অন্যান্য কাজের জন্য সৌদি আরব যেতে হয়। হজের সময়েও মোনাজ্জেমদেরকে হজযাত্রীদের সেবা ও ব্যবস্থাপনার জন্য সৌদি আরব গমনের প্রয়োজন হয়। এ সময়ের জন্য মোনাজ্জেমদের পৃথক হজ সার্ভিস ভিসা প্রদানের অনুরোধ করতে হবে।
৩.১.১৫	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে হজ এজেন্সীজ এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) সহ ০৫(পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি মোয়াচ্ছাসা, আদিল্লা ও ওজারাতুল হজের দপ্তরে হজ ব্যবস্থাপনার বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলো পর্যালোচনার জন্য সৌদি আরব গমন করবেন।
৩.১.১৬	৩.১.৬ উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হজে গমনেচ্ছু প্রার্থীর তালিকা প্রকাশের পূর্বে হজে গমনেচ্ছুদের নিকট থেকে প্রাক্-নিবন্ধনের ফি ও জামানতের অর্থ ছাড়া অন্য কোন অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। শুধুমাত্র নিবন্ধন তালিকায় প্রকাশিত হজযাত্রীদের নিকট হতে হজ প্যাকেজের অবশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করা যাবে।
৩.১.১৭	নিবন্ধিত হজযাত্রীর নামের তালিকা হতে কোন হজযাত্রীকে প্রতিস্থাপন করা যাবে না। তবে মৃত্যু/গুরুতর অসুস্থতার কারণে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক এতদ্বিষয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বিশেষ বিবেচনায় কেবলমাত্র প্রাক নিবন্ধিত হজযাত্রীর মধ্য হতে প্রতিস্থাপন করা যাবে। মৃত্যুর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার মেয়র অথবা কাউন্সেলর, সিভিল সার্জন অথবা সরকারি হাসপাতাল/মেডিকেল কলেজ/ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক, অথবা বেসরকারি হাসপাতাল/বেসরকারি মেডিকেল কলেজ এর প্রধান অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত চিকিৎসকের প্রত্যয়ন, এবং গুরুতর অসুস্থতার ক্ষেত্রে সিভিল সার্জন, অথবা সরকারি হাসপাতাল/ মেডিকেল কলেজ/ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক, অথবা বেসরকারি হাসপাতাল/বেসরকারি মেডিকেল কলেজ এর প্রধান অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত চিকিৎসকের প্রত্যয়ন কমিটিকে বিবেচনায় নিতে হবে।

৩.২	**হজ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা ও হজ প্যাকেজ ঘোষণা:**
৩.২.১	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতি হিজরি সনের রবিউস সানি মাসের মধ্যে ঐ বছরের হজের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও হজ প্যাকেজ ঘোষণা এবং তা প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৩.৩	**হজে গমনের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা:**
৩.৩.১	বাংলাদেশী মুসলিম নাগরিক এবং ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী আর্থিক ও দৈহিকভাবে সামর্থ্যবান ব্যক্তি হজে গমনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
৩.৩.২	মেডিকেল বোর্ডের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্বাচিত/মনোনীত ব্যক্তি হজে যাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
৩.৩.৩	সৌদি সরকারের বিধান অনুযায়ী যথাযথ বিধি-বিধান অনুসরণ করত: বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আন্তর্জাতিক পাসপোর্টের মাধ্যমে হজে গমনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
৩.৩.৪	কোন মহিলা হজে গমনের ক্ষেত্রে বিধান অনুযায়ী কেবলমাত্র শরিয়ত সম্মত মাহ্‌রাম-এর সাথে হজে যাওয়ার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
৩.৩.৫	বাংলাদেশ সরকার ও রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে আরোপিত বিধি-বিধানের আলোকে যারা হজে যাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
৪	**হজ সংক্রান্ত চুক্তি:**
৪.১	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে রাজকীয় সৌদি সরকারের সাথে দ্বি-পাক্ষিক হজ চুক্তি সম্পাদন করবেন।
৪.২	হজ চুক্তি সম্পাদনের প্রাক্কালে/নির্ধারিত সময়ে সৌদি আরবে নিয়োগপ্রাপ্ত কাউন্সেলর (হজ)/বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল প্রধান কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৌদি আরবের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সংস্থা যেমন: হাজী পরিবহনে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা, মোয়াল্লেমদের সংগঠন (মুয়াচ্ছাসা ও আদিল্লা অফিস), সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের বাড়ি ভাড়ার চুক্তিসহ বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন করবেন। বিশেষ প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী মক্কা অথবা মদিনায় নিয়োগপ্রাপ্ত হজ অফিসার চুক্তি সম্পাদন করতে পারবেন। কোন্ কোন্ এয়ারলাইন্স বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে হজযাত্রী পরিবহন করবে তা হজ চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে।
৪.৩	হজ প্যাকেজ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় শর্তাদি পালনের জন্য প্রত্যেক হজ এজেন্সীকে হজ প্যাকেজ ঘোষণার পর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষে পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকার সঙ্গে একটি দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। যদি একাধিক এজেন্সী সমন্বিতভাবে হজ কার্যক্রম পরিচালনা করতে চায় তাহলে এজেন্সীসমূহ একটি লিড এজেন্সী নির্ধারণ করবে। এক্ষেত্রে লিড ও সমন্বয়কারী এজেন্সী/এজেন্সীসমূহের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি থাকতে হবে। নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে সম্পাদিত সমঝোতা চুক্তির কপি হজ অফিস, ঢাকায় দাখিলপূর্বক লিড এজেন্সীকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষে পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকার সাথে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।
৪.৪	প্রত্যেক হজ এজেন্সীর স্বত্বাধিকারী/ক্ষমতাবান ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ক্ষমতাপ্রাপ্ত অংশীদার/ পরিচালক এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার প্রত্যেক হজযাত্রী পরস্পর চুক্তি সম্পাদন করবেন। এ চুক্তির মূলকপি হজযাত্রী এবং অপর দুই কপি যথাক্রমে সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সী ও হজ অফিস, ঢাকা সংরক্ষণ করবে। বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রী এবং এজেন্সীর মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের জন্য নির্ধারিত ছক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/হজ অফিস, ঢাকা থেকে সরবরাহ করা হবে। এছাড়া ওয়েবসাইট **(www.hajj.gov.bd)** থেকেও সংগ্রহ করা যাবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় চুক্তি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে।
৪.৫	হজ এজেন্সীসমূহ রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কার সহায়তায় নিজ দায়িত্বে সৌদি আরবে মক্কা ও মদিনায় বাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত সৌদি সরকারের প্রচলিত আইন, বিধি-বিধান ও প্রথা অনুযায়ী হজযাত্রীদের জন্য বাড়ি/হোটেল মালিকদের সাথে বাড়ি/হোটেল ভাড়ার চুক্তি সম্পাদন করবে।
৫	**হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা: বাংলাদেশ পর্ব**
৫.১	**ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের করণীয়:**
৫.১.১	জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ, হজ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন।
৫.১.২	হজ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহের গৃহীত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী এর সভপতিত্বে নিম্নরূপ 'জাতীয় হজ ব্যবস্থাপনা কমিটি' গঠিত হবে। প্রধান উপদেষ্টা-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সহ সভাপতি-সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সদস্যবৃন্দ: সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রনালয়/পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, যুগ্ম-সচিব (হজ), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা, হাব এর সভাপতি, এবং সদস্য সচিব, উপ-সচিব (হজ), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ।
৫.১.৩	জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, হজ প্যাকেজ ঘোষণা এবং তা প্রিন্ট, ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়া এবং ওয়েবসাইটে

	(www.hajj.gov.bd, www.mora.gov.bd) প্রকাশ।
৫.১.৪	সরকারি ও বেসরকারি হজযাত্রীর সংখ্যা নির্ধারণ, প্রাক-নিবন্ধন ফি ও জামানত সংগ্রহ এবং জামানতের অর্থ প্যাকেজ অনুযায়ী সমন্বয়ের লক্ষ্যে রাজকীয় সৌদি সরকারের সাথে বাংলাদেশ সরকারের সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সৌদি আরবে প্রেরণ।
৫.১.৫	সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের বাড়ি ভাড়ার অর্থ সৌদি আরবে প্রেরণ।
৫.১.৬	হজযাত্রী ও হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সৌদি আরবে হজ ব্যবস্থাপনা ব্যয় নির্বাহের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহের লক্ষ্যে যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের সাথে সমন্বয় সাধন।
৫.১.৭	হজের প্রথম ফ্লাইট শুরুর অন্তত: ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে প্রয়োজনীয় ঔষধ, চিকিৎসা ও অন্যান্য সামগ্রী সৌদি আরবে প্রেরণ।
৫.১.৮	সকল হজযাত্রীর জন্য কিটব্যাগ, কব্জিবেল্ট ও অন্যান্য সামগ্রী এবং সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীর জন্য একই রং ও বাংলাদেশের পতাকা খচিত ট্রলিব্যাগ (৫৬ সে:মি: × ২৫ সে:মি: × ৪৫ সে:মি:) সংগ্রহ এবং হজ ফ্লাইট শুরুর কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় সরবরাহ।
৫.১.৯	হজ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে অন্যান্য হজ সামগ্রী সংগ্রহ ও সরবরাহকরণ।
৫.১.১০	হজ এজেন্সীসমূহের প্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয়।
৫.১.১১	হজ প্রতিনিধি দল, প্রশাসনিক দল, চিকিৎসক দল, হজ সহায়ক দল এবং কারিগরী দল গঠন।
৫.১.১২	তথ্য প্রযুক্তি (IT) প্রয়োগের মাধ্যমে হজযাত্রীদের সেবার ব্যবস্থা গ্রহণ। আই.টি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনায় হাবসহ অন্যান্য হজ সংশ্লিষ্টদের **(Stakeholder)** সহযোগিতা গ্রহণ।
৫.১.১৩	জেলা/উপজেলা পর্যায়ে হজযাত্রীদের হজ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৫.১.১৪	সৌদি আরবে বাংলাদেশ হজ অফিসে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৫.১.১৫	সৌদি কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত স্টিকার বাংলাদেশী হজযাত্রীর সেবায় নিয়োজিত উপযুক্ত ও অনুমোদিত ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ এবং যাঁদের মধ্যে বিতরণ করা হবে তাঁদের জীবন বৃত্তান্ত, ভিসার জন্য প্রয়োজনীয় ফরম ও পাসপোর্টের ফটোকপি সংরক্ষণ এবং নাম ও পাসপোর্ট নম্বর উল্লেখপূর্বক সরকারি আদেশ (GO) প্রদান।
৫.১.১৬	কাউন্সেলর (হজ), বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরব এবং পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা।
৫.১.১৭	অনলাইন প্রাক্-নিবন্ধন/নিবন্ধন পদ্ধতি সম্পর্কে হজযাত্রীর সচেতনতা বৃদ্ধি ও করণীয় জানাতে নির্ধারিত সময়ে প্রিন্ট, ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়া ও ওয়েবসাইটে প্রচার এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৫.১.১৮	বছরব্যাপী অনলাইন প্রাক-নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান থাকায় বিশেষ হেল্পলাইন চালু এবং সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে হজ এজেন্সীর আই.টি সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।
৫.১.১৯	ভিসার জন্য পাসপোর্ট গ্রহণ, ডিও প্রদান, ভিসাসহ পাসপোর্ট বিতরণ ব্যবস্থাপনার জন্য সুনির্দিষ্ট দায়িত্বসহ প্রয়োজনীয় কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ ও সংশ্লিষ্টদের অবহিতকরণ।
৫.২	**হজ অফিস, ঢাকার করণীয়:**
৫.২.১	হজক্যাম্প তত্ত্বাবধান, হজ মৌসুমে ক্যাম্প প্রস্তুতকরণ এবং ক্যাম্পে অবস্থানরত হজযাত্রীদের সার্বিক তত্ত্বাবধান।
৫.২.২	সৌদি আরব যাত্রার প্রাক্কালে হজক্যাম্পে হজযাত্রীদের আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ ও হজক্যাম্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবা প্রদান।
৫.২.৩	হজগাইড নির্দেশিকা, চুক্তিপত্র, আবেদনপত্র, পরিচয়পত্র, কব্জিবেল্ট, কিটব্যাগ এবং অন্যান্য সামগ্রী মন্ত্রণালয় থেকে সংগ্রহ ও বিতরণ।
৫.২.৪	হজযাত্রীর এমআরপি (MRP) পাসপোর্ট ও ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত নিবন্ধন সনদ গ্রহণ।
৫.২.৫	ভিসা সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
৫.২.৬	হজযাত্রীর পুলিশ ছাড়পত্র ও স্বাস্থ্যসনদ সংগ্রহ।
৫.২.৭	হজ অফিস, ঢাকা হজ বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক সরঞ্জামসহ প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে। প্রয়োজনে বেসরকারি এজেন্সীর নিজস্ব উদ্যোগে প্রশিক্ষণে সহায়তা প্রদান করবে।
৫.২.৮	হজ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সাথে সমন্বয় ও হজক্যাম্পে সেবাদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান।
৫.২.৯	সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের জন্য ঘোষিত প্যাকেজ অনুযায়ী সৌদি আরবে আবাসন বণ্টন এবং আবাসন বরাদ্দ/বণ্টন ওয়েবসাইটে প্রকাশ। পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা হজযাত্রীর অনুকূলে বাসা বরাদ্দ তালিকা প্রতিটি হজ ফ্লাইটের কমপক্ষে ৯৬ (ছিয়ানব্বই) ঘন্টা পূর্বে বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরবে প্রেরণ করবে।
৫.২.১০	তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে হজ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ, সরবরাহ এবং ওয়েবসাইট হালনাগাদের ব্যবস্থা গ্রহণ। নিবন্ধন ভাউচার, চুক্তিপত্র, নির্দেশিকা, নির্বাচিত হজযাত্রীর তালিকা ও ব্যক্তিগত তথ্য, জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, হজ প্যাকেজ, হজ বুলেটিন প্রকাশ ও আপডেটের ব্যবস্থা গ্রহণ ও বিমান সিডিউল সংগ্রহ। এছাড়াও হজ এজেন্সীর নিকট থেকে প্রাপ্ত হজ বিষয়ক তথ্য ওয়েবসাইটে (www.hajj.gov.bd) প্রকাশ। হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অনলাইনে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব প্রদান।
৫.২.১১	হজযাত্রীদের টিকা প্রদানসহ হজক্যাম্পে চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র (**Health Centre)** স্থাপন। সৌদি আরবে

	হজযাত্রীদের করণীয়, বিমান ভ্রমণ সম্পর্কে আরোহনকালীন হজযাত্রীদের কর্তব্য, বিমানের টার্মিনালে আগমন-বহির্গমনকালীন ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানের জন্য হজক্যাম্পে সিটিজেন চার্টার স্থাপন, প্রয়োজনে প্রজেক্টরের মাধ্যমে হজযাত্রীদের অবহিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৫.২.১২	সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউল নির্ধারণ, টিকেট সংগ্রহ ও বিতরণ এবং এতদ্সংক্রান্ত কাজের সমন্বয়।
৫.২.১৩	হজ এজেন্সী ও হজযাত্রীদের মধ্যে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ।
৫.২.১৪	হজ অফিসে হজযাত্রীদের সেবার নিমিত্ত স্কাউটসহ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যদের নিয়োজিতকরণ।
৫.২.১৫	হজযাত্রীদের কাস্টমস, ইমিগ্রেশন, চেক-ইন, বিমান বন্দরে হজযাত্রীদের পৌঁছানো ইত্যাদি কার্যক্রম হজ অফিস হতে সম্পাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করা।
৫.২.১৬	ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ফ্লাইটওয়ারী হজযাত্রী গমন ও প্রত্যাগমনের নিশ্চিত সংখ্যা অবহিত হয়ে উক্ত তথ্য বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা সৌদি আরবে দৈনিক ভিত্তিতে প্রেরণ।
৫.২.১৭	হজ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সরকার কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন।
৫.২.১৮	সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রতি ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) জন হজযাত্রীর জন্য নিয়োজিত একজন হজগাইডের ভিসা/টিকেট এবং আবাসন বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তা নির্ধারণের জন্য নির্বাচিত হজগাইডের বিপরীতে হজযাত্রীর তালিকা অনুমোদন এবং স্ব স্ব দলের সাথে হজগাইডের অবস্থান নিশ্চিতকরণ।
৫.২.১৯	মক্কা/মদিনা থেকে নিয়োগকৃত হজকর্মীদের নাম/ঠিকানা ও দায়িত্ব বণ্টন আদেশ সংগ্রহ করে তা আই.টি ফার্মের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট হজগাইডদের প্রদান। হজগাইডদের দায়িত্ব বণ্টন আদেশ মক্কা/মদিনা মিশনে জানানো যাতে হজকর্মীগণের সাথে গাইডদের কাজের সমন্বয় থাকে।
৬	**হজ ব্যবস্থাপনা: সৌদি আরব পর্ব**
৬.১	**বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেদ্দা এবং বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা, মদিনা ও জেদ্দার করণীয়:** ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুযায়ী সৌদি আরবস্থ বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত/জেদ্দাস্থ কনসাল জেনারেলের সাথে পরামর্শক্রমে সৌদি আরবে হজ ব্যবস্থাপনার যাবতীয় দায়িত্ব কাউন্সেলর (হজ), বাংলাদেশ হজ অফিস, সৌদি আরব সম্পন্ন করবেন। কাউন্সেলর (হজ) এর অধিক্ষেত্র ও দায়িত্ব নিম্নরুপ হবে:
৬.১.১	জেদ্দাস্থ কিং আবদুল আজিজ বিমান বন্দরে হজযাত্রীদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা গ্রহণ।
৬.১.২	জেদ্দা-মক্কা-মিনা-আরাফা-মুজদালিফা-মদিনায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের বিধি মোতাবেক প্রাপ্য সুবিধার ভিত্তিতে অবস্থান ও যাতায়াতের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্যাকেজ মোতাবেক হজযাত্রীদের প্রাপ্য সুবিধাদির বিষয়ে তদারকি করা।
৬.১.৩	হজ প্রতিনিধি দল, হজ ব্যবস্থাপনায় সহায়তার জন্য গমনকারী প্রশাসনিক দল, চিকিৎসা সেবার জন্য গমনকারী চিকিৎসক দলের অভ্যর্থনা, যাতায়াত ও আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৬.১.৪	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে হজ মৌসুমে মক্কা ও মদিনা হজ অফিসে এবং মিনা ও আরাফাতে প্রশাসনিক তাঁবুতে অবস্থানকারী ও প্রশাসনিক সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের তালিকা প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ।
৬.১.৫	হজ চিকিৎসক ও প্রশাসনিক দলের সার্বিক সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসা ও তথ্যকেন্দ্র স্থাপন।
৬.১.৬	সৌদি আরবে হজযাত্রীদের চিকিৎসাসহ সার্বিক সেবা ও নিরাপত্তা প্রদান নিশ্চিতকরণ।
৬.১.৭	সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের নিরাপদ অবস্থান ও চলাচল এবং সকল হজযাত্রীর নিরাপদ প্রত্যাবর্তন তদারকিকরণ।
৬.১.৮	হজ প্রতিনিধি দল ও হজ প্রশাসনিক দলের প্রধানের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনের নিরিখে জেদ্দা, মক্কা ও মদিনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বণ্টনকৃত বিভিন্ন দলের সদস্যদের দায়িত্ব পুনঃবণ্টন নিশ্চিতকরণ।
৬.১.৯	হজ এজেন্সীসমূহের বাড়ি ভাড়া করার সময় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান। হজ এজেন্সীর বাড়ি ভাড়া ছাড়পত্রের অনুমোদন হজ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে (HMIS) প্রদান করবে।
৬.১.১০	মৃত্যুবরণকারী হজযাত্রী/হাজীর সকল মালামাল প্রেরণ, মৃত্যুসনদ গ্রহণ ও প্রেরণসহ আনুষঙ্গিক দায়িত্ব পালন।
৬.১.১১	হজ শেষে সামগ্রিক হজ ব্যবস্থাপনাসহ প্রশাসনিক দল ও চিকিৎসক দলের কার্যক্রম সম্পর্কে মন্ত্রণালয় বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ।
৬.১.১২	মোয়াল্লেমগণের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে হজযাত্রীদের হালনাগাদ তথ্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ডাটাবেইজ আপডেটের ব্যবস্থা গ্রহণ। মোয়াচ্ছাসা হতে মিনা ও আরাফাতের ম্যাপের সফট্কপি সংগ্রহ করে তা বাংলায় রুপান্তরে সহযোগিতা করা।
৬.১.১৩	অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৬.১.১৪	হজযাত্রী/হাজীদের আপৎকালীন জরুরি প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা গ্রহণ।
৬.১.১৫	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক হজ চিকিৎসক দলের জন্য জারিকৃত অফিস আদেশ মোতাবেক তাঁদের সৌদি আরব

	অবস্থানকালে কাউন্সেলর (হজ) প্রয়োজনের নিরিখে মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত প্রশাসনিক দলের দলনেতার সাথে পরামর্শক্রমে দায়িত্ব পুনঃবণ্টন নিশ্চিতকরণ।
৬.১.১৬	হজ এজেন্সী, হজযাত্রী/হাজী এবং এতদসংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সাথে সমন্বয়পূর্বক উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ।
৬.১.১৭	সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশী হজযাত্রী যাতে মিনা-আরাফা-মুজদালিফা-আল মাশায়ারে একটি গুচ্ছে (Cluster) অবস্থান করতে পারেন সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ। যথাসময়ে মোয়াল্লেমের একটি তালিকা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ যাতে উক্ত তালিকা অনুযায়ী হজ এজেন্সীসমূহ মোয়াল্লেম নির্বাচন করতে পারে। হজযাত্রী সংখ্যা অনুপাতে মোয়াল্লেমের সংখ্যা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্ধারণ করবে।
৬.১.১৮	হজ ব্যবস্থাপনার জন্য সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ও আর্থিকভাবে ক্ষমতাবান হিসেবে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন। হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় সরঞ্জাম, যানবাহন, স্থাপনা, জনবলের সংরক্ষক (Custodian) হিসেবে দায়িত্ব পালন।
৬.১.১৯	সৌদি আরবে হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে প্রয়োজনীয় অন্যান্য দায়িত্ব পালন।
৬.১.২০	সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।
৬.১.২১	সরকারি হজযাত্রীর জন্য ভাড়াকৃত বাড়ির Measurement Sheet হিজরি সনের রমজান মাসের ৭ তারিখের মধ্যে পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় প্রেরণ।
৬.১.২২	সৌদি ই-হজ সিস্টেমে হজ অফিস, ঢাকা বা সকল হজ এজেন্সীর কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করতে, সৌদি ই-হজ সিস্টেমের সাথে যাবতীয় সমন্বয় সাধন এবং এ ব্যাপারে পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা বা সকল হজ এজেন্সীকে সহায়তা প্রদান।
৬.১.২৫	ফিরতি হজ ফ্লাইট শুরুর পূর্বে ই-হজ সিস্টেম বা সৌদি অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সিস্টেমে ফ্লাইট সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ।
৬.২	**হজ এজেন্সীর বাড়ি পরিদর্শন:**
৬.২.১	বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে মক্কা ও মদিনায় বাংলাদেশ সরকার ও হাব কর্তৃক নির্ধারিত এলাকাসমূহে গুচ্ছ (Cluster) ভিত্তিক বাড়ি/হোটেল ভাড়া নিশ্চিতকরণে হজ এজেন্সীসমূহকে সহায়তা প্রদান।
৬.২.২	হজ এজেন্সী কর্তৃক যথাসময়ে এবং যথাযথ মানসম্পন্ন বাড়ি ভাড়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হজ অফিস বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ভাড়াকৃত বাড়ি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দৈবচয়ন (Random Sampling) এর ভিত্তিতে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বাড়ি পরিদর্শনে হাব প্রয়োজনীয় সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে।
৬.৩	**হজকর্মী নিয়োগ:**
৬.৩.১	সৌদি আরবে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক হজকর্মী নিয়োগ করা হবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশে বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা মৌসুমী হজকর্মী নিয়োগ করবে। বিশেষ প্রয়োজনে উপযুক্ত সময় হজ প্রস্তুতিমূলক এবং সমাপনী কাজের জন্য কনস্যুলেট-এর সহায়তা নেবে। হজকর্মীদের মধ্যে সাধারণ হজকর্মী ছাড়াও অনুবাদক/কম্পিউটার অপারেটর, ড্রাইভার ও ক্লিনার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। হজকর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রার্থীর আরবী ভাষায় দক্ষতা, চরিত্র, পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং মক্কা, মিনা, আরাফা, মুজদালিফা, মদিনা ও জেদ্দার রাস্তাঘাটের সাথে পরিচয় ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা হবে। প্রতিবছর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রস্তুতিমূলক, মৌসুমী ও সমাপনীমূলক হজকর্মীদের সংখ্যা, মেয়াদ, পারিশ্রমিক ইত্যাদি সংক্রান্ত নির্দেশনা জারী করবে। নিয়োজিত হজকর্মীদের স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে রাজকীয় সৌদি সরকারের নিয়মনীতি অনুসরণ করতে হবে এবং সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
৬.৩.২	সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সী বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি ১০০ জন হজযাত্রী বা তার অংশবিশেষের বিপরীতে বাংলাদেশ অথবা সৌদি আরব হতে ০১ জন হজকর্মী নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক প্রদান করবে। হজ অফিস প্রয়োজনে এক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করবে। হজযাত্রী সৌদি আরব আসার পূর্বেই হজ এজেন্সী নিয়োগপ্রাপ্ত হজকর্মীর পূর্ণ পরিচিতি ও ফোন নম্বরসহ যোগাযোগের ঠিকানা লিখিতভাবে ঢাকাস্থ হজ অফিস ও সৌদি আরবস্থ হজ অফিসগুলোকে জানাবে।
৬.৩.৩	বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সার্বক্ষণিক সমন্বয় রক্ষা করবে এবং করণীয় বিষয়ে সরাসরি যোগাযোগ করত: পরামর্শ/নির্দেশনা গ্রহণ করবে।
৬.৩.৪	জেদ্দা হজ টার্মিনালে আরবী জানা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত হজকর্মী নিয়োগ করতে হবে।
৭	**বেসরকারি ব্যবস্থাপনা:**
৭.১	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিবছর হজ প্যাকেজ ঘোষণার পরপরই হজ এজেন্সীসমূহ পৃথক পৃথকভাবে নিজ নিজ হজ প্যাকেজ ঘোষণা করবে। হজ প্যাকেজ, হজযাত্রীর তালিকা ও তাঁদের ব্যক্তিগত তথ্যাদি, হজযাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউল, সরকার ও হজ এজেন্সী এবং হজ এজেন্সী ও হজযাত্রীর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র, মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত বাড়ির/আবাসনের ঠিকানা, বাংলাদেশের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ প্রয়োজনীয় সকল তথ্য নিজ নিজ

	ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে এবং প্রকাশিত তথ্যের সফট্‌কপি পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় সরবরাহ করবে। হজ প্যাকেজে উল্লিখিত সেবা, সেবামূল্য, সুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য সংবলিত প্রচারপত্র/লিফলেট প্রকাশ করবে। পাশাপাশি এর একটি কপি স্বাক্ষরসহ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে। হজ এজেন্সীসমূহ সর্বোচ্চ দু'টি প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারবে। তবে হজ প্যাকেজের সর্বনিম্ন খরচ কোন অবস্থাতেই সরকার কর্তৃক ঘোষিত সর্বনিম্ন প্যাকেজ মূল্যের কম হবে না। হজযাত্রী যে এজেন্সীর মাধ্যমে হজে যাবেন সে এজেন্সীর স্বত্বাধিকারী /ব্যবস্থাপনা পরিচালক /ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ক্ষমতাপ্রাপ্ত অংশীদার / পরিচালক নিজ স্বাক্ষরে রসিদমূলে হজযাত্রীর নিকট হতে অর্থ গ্রহণ করবেন অথবা প্যাকেজ অনুযায়ী প্রদেয় অর্থ সংশ্লিষ্ট হজযাত্রী হজ এজেন্সীর নির্ধারিত ব্যাংক হিসেবে নিবন্ধন ভাউচারের মাধ্যমে জমা করবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধিত হজযাত্রীর টাকা জমাদান সংক্রান্ত ব্যাংক সনদ/স্থিতির হিসাব ও হজযাত্রীদের তালিকা পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় জমাদান নিশ্চিত করতে হবে। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট এজেন্সীর উপর বর্তাবে। রাজকীয় সৌদি সরকারের সর্বশেষ নির্দেশনা মোতাবেক প্রত্যেক হজ এজেন্সী রাজকীয় সৌদি সরকারের সাথে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে উল্লিখিত ও নির্ধারিত সংখ্যক হজযাত্রী সৌদি আরবে প্রেরণ করতে পারবে এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সর্বোচ্চ ৩০০ জন হজযাত্রীকে হজ এজেন্সী হজে পাঠাতে পারবে। তবে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ হজযাত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে রাজকীয় সৌদি সরকার এবং বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক সময়ে সময়ে পরিবর্তন হতে পারে। ব্যাংকে গচ্ছিত টাকার মধ্যে হজ প্যাকেজে ঘোষিত বিমান ভাড়া কেবলমাত্র বিমান টিকেট ক্রয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হতে পে-অর্ডারের মাধ্যমে প্রেরণ করা যাবে। হজ এজেন্সী টিকেটের টাকা অন্য কোন কাজে উত্তোলন করতে পারবে না।
৭.২	হজ এজেন্সী ঘোষিত হজ প্যাকেজ অনুযায়ী যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা ও দায়িত্ব পালন করবে।
৭.৩	হজ এজেন্সী বেসরকারি হজযাত্রীর নিবন্ধন ভাউচার পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় জমা করবে।
৭.৪	প্রত্যেক হজ এজেন্সী ৩.১.৪ অনুযায়ী হজযাত্রী নির্বাচনপূর্বক জামানতের টাকা হজ প্যাকেজে বর্ণিত ফিসমূহের (সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন ফি, স্থানীয় সার্ভিস চার্জ, রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংক গ্যারান্টি, আপৎকালীন ফান্ড, অন্যান্য সার্ভিস চার্জ ইত্যাদি) সাথে সমন্বয় করবে। বেসরকারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ৫৬ সে:মি: x ২৫ সে:মি: x ৪৫ সে:মি: আয়তনের একই রং ও বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা খচিত ট্রলিব্যাগ প্রত্যেক হজযাত্রীকে সরবরাহ করতে হবে। বেসরকারি ব্যবস্থানায় প্রত্যেক হজযাত্রীর ট্রলিব্যাগ হাব ক্রয় ও সরবরাহ নিশ্চিত করবে। হজযাত্রী কর্তৃক জমাকৃত সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন ফি/ব্যাংক গ্যারান্টি সৌদি আরবে প্রেরণের পরে কোন অবস্থাতেই ফেরৎযোগ্য হবে না। তবে রাজকীয় সৌদি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ফেরত পাওয়া গেলে তা হাজী কল্যাণ তহবিলে জমা হবে।
৭.৫	হজ এজেন্সীসমূহ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বেসরকারি ব্যবস্থাপনাধীন হজযাত্রীর পূরণকৃত অনলাইন ফরম ও চুক্তিপত্র সংগ্রহ করবে। ব্যাংক গ্যারান্টি, আপৎকালীন ফান্ড, সার্ভিস চার্জ ইত্যাদিসহ অন্যান্য ফি'র অর্থ জমাদানের রসিদ এবং হজযাত্রীর পূর্ণ নাম-ঠিকানা সংবলিত তালিকা ও সকল চুক্তিপত্রের কপি পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় জমা দিবে। নিবন্ধিত হজযাত্রীর তালিকার একটি কপি সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স বরাবর দাখিল করবে।
৭.৬	হজ এজেন্সী সৌদি সরকারের নিয়ম অনুযায়ী মোয়াল্লেমের মাধ্যমে হজযাত্রীদের মক্কা, মদিনা, মিনা ও আরাফায় আবাসন ও যাতায়াতের ব্যবস্থা করবে। বাংলাদেশ ত্যাগ ও প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত হজযাত্রী/হাজীদের সাথে এজেন্সীর পক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যবস্থা করবে। অনিবার্য কারণে কোন হজ এজেন্সীর সকল হজযাত্রী সৌদি আরব ত্যাগের পূর্বে উক্ত এজেন্সীর মালিক/প্রতিনিধির সৌদি আরব ত্যাগের প্রয়োজন দেখা দিলে সৌদি আরবস্থ হজ অফিসের জ্ঞাতসারে ও সম্মতিক্রমে তা করবে।
৭.৭	মক্কা ও মদিনায় নির্বিঘ্নে গমনাগমন এবং প্রদেয় অন্যান্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করার স্বার্থে মুয়াচ্ছাসা এবং আদিল্লা (মক্তব বাংলাদেশ) কার্যালয়ের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের জন্য সংশ্লিষ্ট এজেন্সী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৭.৮	হজ এজেন্সীসমূহ হজযাত্রীদের হজের আহকাম-আরকান, সৌদি আইন-কানুন, ভ্রমণের নিয়ম-কানুন, নাগরিক জ্ঞান (Civic Sense), লাগেজ রুলস্ ইত্যাদি বিষয়ে নিজ নিজ উদ্যোগে বা ঢাকা হজ অফিসের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।
৭.৯	হজ মৌসুমে সৌদি আরবে হজ এজেন্সীর নিয়োগপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে যাতে সহজে চেনা যায় সে বিষয়ে হজ এজেন্সীসমূহ সরকার নির্ধারিত বিশেষ ধরণের ইউনিফর্ম/পোশাক/চিহ্ন পরিধান/ ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রয়োজনে হজযাত্রীদের ক্ষেত্রেও এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
৭.১০	এজেন্সীর বাড়ি ভাড়ার চুক্তির মেয়াদ এবং তার আওতাধীন হজযাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউলের তারিখ পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণভাবে নির্ধারণের বিষয়ে হজ এজেন্সীসমূহ এয়ারলাইন্সের সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৭.১১	সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক প্রত্যেক হজ এজেন্সী নির্ধারিত মোয়াল্লেমের সাথে চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৭.১২	প্রতি হজ মৌসুমে প্রত্যেক হজ এজেন্সী হজ প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর একটি প্রস্তুতি প্রতিবেদন এবং হজ শেষে হজযাত্রী গমন ও প্রত্যাগমনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর একটি সমাপনী প্রতিবেদন ঢাকা হজ অফিস ও জেদ্দা হজ অফিসে দাখিল করবে।
৭.১৩	সরকারি হজযাত্রীদের ন্যায় বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীগণ সৌদি আরব যাত্রার প্রাক্কালে ঢাকাস্থ হজক্যাম্পে অবস্থান করতে পারবেন।

৭.১৪	হজ এজেন্সীসমূহ হজযাত্রী প্রেরণ ও প্রত্যাবর্তনের নিমিত্ত ফ্লাইট সিডিউল প্রণয়ন, আসন সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা প্রতিপালন করবে।
৭.১৫	হজ এজেন্সীসমূহ হজযাত্রীদের জেদ্দা/মদিনা বিমান বন্দর হতে গ্রহণপূর্বক মক্কা/মদিনায় হাজীদের/হজযাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত বাড়ি/হোটেলে পৌঁছানো নিশ্চিত করবে। হজযাত্রীদেরকে মক্কা/মদিনায় তাসনিফ/তাসরিয়াযুক্ত এক/একাধিক বাড়ি/হোটেলে রাখা যাবে।
৭.১৬	হজ এজেন্সীসমূহ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/হজ অফিস কর্তৃক নির্দেশিত/চাহিত যে কোন নির্দেশনা প্রতিপালন, তথ্য সরবরাহ এবং সহযোগিতা প্রদান করবে।
৭.১৭	হজ এজেন্সীসমূহ বাংলাদেশ সরকার ও রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা প্রতিপালন করবে।
৭.১৮	হজ এজেন্সী উক্ত এজেন্সীর ব্যবস্থাপনায় কতজন হজযাত্রী কোন মোয়াল্লেমের অধীনে, কোন্ এয়ারলাইন্সে জেদ্দা/ মদিনা গমন করবেন এবং হজ শেষে জেদ্দা/মদিনা হতে প্রত্যাবর্তন করবেন তার তথ্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হজ অফিস, ঢাকা, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে রাজকীয় সৌদি সরকারের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে বর্ণিত সময় অনুযায়ী লিখিতভাবে অবহিত করবেন। হাব বিষয়টি নিশ্চিত করবে।
৭.১৯	ভিসাযুক্ত পাসপোর্ট ও বিমানের টিকিট ছাড়া গ্রুপ লিডারদের মাধ্যমে কোন হজযাত্রীকে হজ অফিসে আনা যাবে না। এজেন্সীর প্যাডে হজযাত্রীদের তালিকা, পাসপোর্ট ও বিমানের টিকিটসহ এজেন্সীর মালিক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হজযাত্রীদের হজ অফিসে নিয়ে আসবেন।
৭.২০	বিমানের টিকেট/হজযাত্রীদের ফ্লাইট নিশ্চয়তার বিষয়টি এজেন্সীর প্যাডে প্রত্যয়ন ব্যতিরেকে হজযাত্রীদের পাসপোর্টে ভিসা লাগানোর জন্য সৌদি দূতাবাসে প্রেরণ করা হবে না। প্রত্যয়নপত্রে এয়ারলাইন্সের নাম, ফ্লাইট নম্বর, ফ্লাইটের তারিখ ইত্যাদি তথ্য সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে এবং একইভাবে ওয়েবসাইটে আপডেট করতে হবে ।
৭.২১	হজ ব্যবস্থাপনায় গ্রুপলিডার/কাফেলা স্বীকৃত নয়। অতএব কথিত গ্রুপলিডার/কাফেলা লিডারের সঙ্গে এজেন্সীর কোন প্রকার লেনদেনের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে হজ এজেন্সীকে বহন করতে হবে। হজ এজেন্সী এবং গ্রুপলিডার/ কাফেলা লিডারের সঙ্গে লেনদেন সংক্রান্ত কারণে কোন হজযাত্রী প্রতারিত হলে, হজে যেতে না পারলে তার সম্পূর্ণ দায় সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সীর উপর বর্তাবে এবং এ জন্য হজ এজেন্সীকে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতিতে উল্লিখিত সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করা হবে।
৭.২২	মৃত্যু ও গুরুতর অসুস্থতা/দুর্ঘটনার কারণে সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন ফি জমাদানকারী হজযাত্রী পবিত্র হজব্রত পালনের লক্ষ্যে সৌদি আরব গমনে ব্যর্থ হলে কেবলমাত্র অব্যয়িত অর্থ (বিমান ভাড়া, খাওয়া খরচ, ইত্যাদি) ফেরৎ পাবেন।
৭.২৩	অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর বয়স্ক হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি/কর্মকর্তার সন্দেহের উদ্রেক হলে তার ক্ষেত্রে আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রমাণস্বরূপ উপযুক্ত প্রমাণক পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় দাখিল করতে হবে।
৭.২৪	প্রত্যেক হজ এজেন্সী হজযাত্রীদের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করবে। প্রশিক্ষণের ভেন্যু ও কর্মসূচি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও হজ অফিস, ঢাকায় জমা দিবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করবে। প্রশিক্ষণের সময় একজন ডাক্তার ও হজযাত্রী পরিবহনের জন্য মনোনীত এয়ারলাইন্সের একজন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন।
৭.২৫	প্রত্যেক হজ এজেন্সীকে হজ প্যাকেজ ঘোষণা করতে হবে। ঘোষিত প্যাকেজ এজেন্সীর নিজস্ব প্যাডে অগ্রগামী পত্রের মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পরিচালক, হজ অফিস ঢাকাতে প্রেরণ এবং নিবন্ধন সিস্টেমে প্রদান করতে হবে। প্যাকেজে ঘোষিত বিষয়াদি অর্থাৎ হজযাত্রীকে প্রদেয় সার্ভিসসমূহ চুক্তিপত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। ঘোষিত প্যাকেজ ও চুক্তিপত্রের মধ্যে গড়মিল পরিলক্ষিত হলে এজেন্সীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হবে। নিবন্ধন ভাউচারে হজ প্যাকেজের সুবিধাদি প্রিন্ট করা হবে।
৭.২৬	প্রত্যেক হজযাত্রীর বিপরীতে স্টিকার ইস্যুর নিমিত্ত রাজকীয় সৌদি সরকারের সাথে সম্পাদিত দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিতে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সকল এজেন্সী সৌদি আরবস্থ ভাড়াকৃত বাড়ির তথ্য, ফ্লাইটের তথ্য এবং মোয়াল্লেমের নাম ও ঠিকানা Online-এ Submit করবে এবং এতদ্সংক্রান্ত সৌদি সরকার প্রদত্ত স্টিকার সংশ্লিষ্ট হজযাত্রীর পাসপোর্টের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হজ অফিস, ঢাকা, মক্কা, মদিনা ও জেদ্দা কর্তৃক সময়ে সময়ে এজেন্সীর নিকট চাহিত তথ্যাদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। হাব এ বিষয়টি নিশ্চিত করবে।
৭.২৭	মন্ত্রণালয় ও হজ অফিসের MIS Report নেয়ার স্বার্থে হজ এজেন্সী আই.টি কর্তৃক সরবরাহকৃত Password-এর মাধ্যমে চাহিত হজযাত্রীর যাবতীয় তথ্যাদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওয়েবসাইটে (www.hajj.gov.bd) সরবরাহ করবে এবং তাদের তথ্য Online-এ সরাসরি Update করার জন্য আই.টি ফার্মকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। প্রাক্-নিবন্ধন, নিবন্ধন ও HMIS সিস্টেমে প্রদানকৃত তথ্যাদির সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সীর বিধায় হজ এজেন্সীর মালিক/অংশীদার বা প্রতিনিধি অবশ্যই এই সিস্টেমসমূহের ইউজার ও পাসওয়ার্ড যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং পরিচালনা করবে।
৭.২৮	প্রত্যেক হজ এজেন্সীর নিয়োগকৃত হজকর্মী/প্রতিনিধি তাঁদের জন্য মক্কা/মদিনায় ভাড়াকৃত বাড়িতে অবস্থান করবেন।

৮	**<u>বাড়ি ভাড়া:</u>** হজ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সৌদি আরবে হজযাত্রীদের আবাসনের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে বাড়ি বলতে সৌদি সরকার কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত (তাসনিফ/তাসরিয়া প্রদত্ত) আবাসিক বাড়ি/হোটেল/বোর্ডিং/মুসাফিরখানা ইত্যাদি বুঝাবে।
৮.১	**সরকারি ব্যবস্থাপনায় বাড়ি ভাড়া:**
৮.১.১	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত বাড়ি ভাড়া কমিটি হজযাত্রীদের আবাসন সংক্রান্ত সৌদি আরবের সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান, প্রথা, আইন-কানুন অনুসরণ করে সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য বাড়ি ভাড়া করবে। সৌদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবছর বাড়ি ভাড়ার কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় এক বা একাধিক হজ প্যাকেজ ঘোষণা করা হবে। সাধারণভাবে প্রত্যেক বাড়িতে সর্বোচ্চ ৪/৫ অথবা ৫/৬ জনের জন্য একটি টয়লেট, গোসল ও ওযুর জন্য পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা, কক্ষসমূহে এসি, সার্বক্ষণিক টেলিফোন, ফ্রিজ, ও অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে। বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে তাসরিয়াযুক্ত যথাসম্ভব বৃহৎ আকারের বাড়ি এবং মদিনায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ বৃহৎ কোম্পানীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার বিষয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
৮.১.২	সরকারি হজযাত্রীর জন্য ভাড়াকৃত সকল বাড়ির Measurement Sheet হিজরি সনের রমজান মাসের ০৭ (সাত) তারিখের মধ্যে পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় প্রেরণ করবে।
৮.২	**বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বাড়ি ভাড়া:**
৮.২.১	রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য হজ এজেন্সীর স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অংশীদার/পরিচালক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপযুক্ত প্রতিনিধি সৌদি আরবের সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান, প্রথা, আইন-কানুন অনুসরণপূর্বক সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন ফি জমাদানকারী হজযাত্রী র সংখ্যা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার ও হাব কর্তৃক মক্কা ও মদিনায় নির্ধারিত এলাকাসমূহে গুচ্ছভিত্তিক বাড়ি ভাড়া কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। ভাড়াকৃত বাড়ির প্রদেয় সুবিধা ও মান সরকারি ব্যবস্থাপনায় ভাড়াকৃত বাড়ির মান ও প্রদেয় সুবিধার চেয়ে নিম্নতর হবে না।
৮.২.২	সৌদি সরকারের নির্দেশনা মোতবেক হজযাত্রীর সংখ্যানুযায়ী ১% অতিরিক্ত বাড়ি ভাড়ার অর্থ সরকার নির্ধারিত ব্যাংক হিসেবে জমা নিশ্চিত করতে হবে। জমাকৃত উক্ত অর্থ দ্বারা হাব এর পরামর্শক্রমে সরকার সৌদি আরবের মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রীর সংখ্যানুযায়ী অতিরিক্ত বাড়ি ভাড়া নিশ্চিত করবে।
৮.২.৩	হজ অফিস, ঢাকা সংশ্লিষ্ট এজেন্সী কর্তৃক সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন ফিসহ অন্যান্য ফি জমা দানের প্রমাণপত্র এবং উক্ত এজেন্সীর মাধ্যমে গমনেচ্ছু হজযাত্রীদের আবেদনপত্র যাচাই করে প্রতিটি এজেন্সীর হজযাত্রীর সংখ্যা প্রত্যয়ন করবে। এই প্রত্যয়ন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদির উপর ভিত্তি করে মক্কাস্থ বাংলাদেশ হজ অফিস এজেন্সীর অনুকূলে বাড়ি ভাড়ার অনাপত্তি পত্র প্রদান করবে।
৮.২.৪	হজ এজেন্সী কর্তৃক ভাড়াকৃত বাড়ির তাসরিয়া, ত্রিপক্ষীয় (সৌদি কর্তৃপক্ষ, বাড়ির মালিক/কোম্পানী ও হজ এজেন্সী) ভাড়াচুক্তির অনুমোদিত মূল কপি/অনূদিত কপি এবং উক্ত চুক্তি ওয়েবসাইটে আপলোড করার পর প্রাপ্ত প্রিন্ট-কপির অনুলিপিসহ বাড়ির ঠিকানা বাংলাদেশ হজ অফিস, সৌদি আরবে দাখিল করবে। এসব তথ্য পরীক্ষাসহ ভাড়াকৃত বাড়ি পরিদর্শন/নিশ্চিত হয়ে বাংলাদেশ হজ অফিস, সৌদি আরব ছাড়পত্র প্রদান করবে।
৮.২.৫	বাড়ি ভাড়ার তথ্যসহ বাংলাদেশ হজ অফিস, সৌদি আরবের ছাড়পত্র ঢাকা হজ অফিসে জমা প্রদানের পর পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সীর হজযাত্রীদের জন্য ভিসার ব্যবস্থা করবেন।
৮.২.৬	এজেন্সী কর্তৃক প্রতিটি বাড়িতে এবং মিনার তাঁবুতে বাংলাদেশের পতাকার পাশাপাশি সহজে সনাক্তযোগ্য উপকরণ যথা: প্লাকার্ড/ স্টিকার/ ব্যানার ইত্যাদি লাগাতে হবে। বাংলাদেশী হজযাত্রী চলাচলের প্রতিটি বাসে বাংলাদেশী পতাকার চিহ্ন সংবলিত স্টিকার লাগাতে হবে। এছাড়া প্রতি বাড়ির ভিতরে সহজে দৃশ্যমান জায়গায় বাংলাদেশ হজ অফিসের ঠিকানা ও অবস্থান, চিকিৎসক দলের অবস্থান, লাগেজ রুলস্ ও অন্যান্য জরুরি তথ্যাবলী সংবলিত লিফলেট/ স্টিকার লাগাতে হবে।
৮.২.৭	ভাড়াকৃত বাড়িসমূহের হারেস বা কেয়ারটেকার যথাসম্ভব বাংলাদেশী হতে হবে।
৮.২.৮	প্রতিটি বাড়িতে সুপেয় এবং নিরাপদ পানির ব্যবস্থাসহ পর্যাপ্ত আনুষঙ্গিক সুবিধাদি প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।
৮.২.৯	হজযাত্রীদের তাসরিয়াযুক্ত ভাড়াকৃত বাড়ি ছাড়া অন্য কোন বাড়িতে রাখা যাবে না।
৮.২.১০	ভাড়াকৃত বাড়ির ঠিকানা, মোট কক্ষ, মোট ভাড়াকৃত স্পেস, প্রতি কক্ষে কতজন হজযাত্রী থাকবেন এবং প্রতি কক্ষে সিট বিন্যাস করে হজযাত্রীর নাম সংবলিত কক্ষ বরাদ্দের তালিকা ঢাকাস্থ হজ অফিসে এবং মক্কা/মদিনা অফিসে জমা দিতে হবে যাতে এসব তথ্য নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা যায়।
৮.২.১১	মক্কা ও মদিনায় হজ এজেন্সী কর্তৃক হজযাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত বাড়ির তাসরীয়া ও ক্রুকির(সিটপ্ল্যান) বাংলায় অনূদিত কপি ভিসার জন্য ডিও'র আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে এবং মক্কা/ মদিনার বাড়ির প্রবেশ পথে টানিয়ে রাখতে হবে।
৮.২.১২	মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত আবাসনের তথ্য হজযাত্রীরা মক্কা ও মদিনায় যাওয়ার পূর্বেই ওয়েবসাইটে আপডেট করবে ।

৯	**সৌদি আরবে হজ ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দল প্রেরণ:** বাংলাদেশের হজযাত্রীর সৌদি আরবে সেবাদানের নিমিত্ত এবং সৌদি আরব পর্বের হজ ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করত: সরকার নিম্নরূপ বিভিন্ন দল প্রেরণ করবে:
৯.১	**হজ প্রতিনিধি দল:** সৌদি আরবে সামগ্রিক হজ ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান ও রাজকীয় সৌদি সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে শুভেচ্ছা ও মতবিনিময় করার উদ্দেশ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশের প্রখ্যাত আলেমসহ সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে কমপক্ষে ৩ (তিন) ও সর্বোচ্চ ১০ (দশ) সদস্যের একটি হজ প্রতিনিধি দল সৌদি আরব প্রেরণ করা হবে।
৯.২	**হজ প্রশাসনিক দল:**
৯.২.১	সৌদি আরবে হজ ব্যবস্থাপনার সার্বিক কার্যক্রম দেখাশুনা, অভিযোগ, তদন্ত, সমন্বয় এবং হজযাত্রীর সেবা নিশ্চিত করার জন্য সৌদি আরবে দায়িত্বরত কর্মকর্তাগণকে সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধান করার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নেতৃত্বে অনধিক ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রশাসনিক দল প্রেরণ করা হবে।
৯.২.২	হজ প্রশাসনিক দলের সদস্যদের দায়িত্ব এবং কর্মকাল ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরূপণ করবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক হজ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত এবং হজ ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে দল গঠন করা হবে। তাঁরা জেদ্দা, মক্কা, মদিনা, মিনা, আরাফা ও মুজদালিফায় দায়িত্ব পালন করবেন। উক্ত প্রশাসনিক দলের বহিঃসদস্যদের চাকুরী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত থাকবে। তাঁরা সৌদি আরবে গমনপূর্বক কাউন্সেলর (হজ), বাংলাদেশ হজ অফিস, সৌদি আরবের নিকট যোগদানপত্র জমা দিবেন এবং বাংলাদেশে প্রত্যার্বতনকালে ছাড়পত্র সংগ্রহ করত: বাংলাদেশে প্রত্যার্বতনের পর স্ব-স্ব কর্মস্থলে যোগদান করবেন।
৯.২.৩	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রশাসনিক দলের সদস্যদের বাংলাদেশ ত্যাগের পূর্বেই তাঁদের দায়িত্ব বন্টনের অফিস আদেশ জারী করবে। তাঁদের সৌদি আরব অবস্থানকালে কাউন্সেলর (হজ) প্রয়োজনের নিরিখে মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত প্রশাসনিক দলের দলনেতার সাথে পরামর্শক্রমে দায়িত্ব পুনঃবণ্টন করতে পারবেন। হজ প্রশাসনিক দলের কোন সদস্য তাঁর দায়িত্ব পালনকালে কোনভাবেই স্বামী/স্ত্রী/ সন্তান/ আত্মীয়কে সঙ্গে নিতে ও রাখতে পারবেন না। হজ প্রশাসনিক দলের কাজ সম্পাদনে হাব প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে।
৯.৩	**হজ চিকিৎসক দল:**
৯.৩.১	হজের সময় সৌদি আরবে বাংলাদেশী হজযাত্রী/হাজীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য প্রতি ১(এক) হাজার হজ পালনকারীর জন্য ১(এক) জন চিকিৎসক অনুপাতের ভিত্তিতে একটি চিকিৎসক দল প্রেরণ করা হবে। হজ চিকিৎসক দলের গঠন (Composition) ও সদস্যদের নির্বাচন চূড়ান্তকরণের এখতিয়ার ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের থাকবে।
৯.৩.২	চিকিৎসক, সেবিকা, ফার্মাসিষ্ট ও ব্রাদার এবং প্যারামেডিকস্ নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ০৩(তিন) জন প্রতিনিধি কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নিয়োগ করতে হবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি কর্মকর্তা উক্ত কমিটির সভাপতি হবেন। চিকিৎসক দলের সদস্যদের Job Description এবং বাংলাদেশী হজযাত্রীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে মর্মেও মুচলেকা নিতে হবে।
৯.৩.৩	হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সরকারি হাসপাতালে অনুষ্ঠিত হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৯.৩.৪	হজ সহায়ক দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ০৩(তিন) জন প্রতিনিধি কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নিয়োগ করতে হবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি কর্মকর্তা উক্ত কমিটির সভাপতি হবেন।
৯.৩.৫	হজ চিকিৎসক দল ও হজ সহায়ক দলের গঠন ও কর্মপরিধি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্ধারণ করবে। দলের তালিকা এবং হজ ভিসার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ণাঙ্গ তথ্য ফরম ও পাসপোর্ট, ফ্লাইট শুরুর অন্তত ১ (এক) মাস পূর্বে পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় জমা করতে হবে।
৯.৩.৬	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ চিকিৎসক দলের সদস্যদের বাংলাদেশ ত্যাগের পূর্বেই তাঁদের দায়িত্ব বণ্টনের অফিস আদেশ জারী করবে। তাঁদের সৌদি আরব অবস্থানকালে কাউন্সেলর (হজ) প্রয়োজনের নিরিখে মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত প্রশাসনিক দলের দলনেতার সাথে পরামর্শক্রমে দায়িত্ব পুনঃবণ্টন করবেন। হজ চিকিৎসক দল ও হজ সহায়ক দলের কোন সদস্য তাঁর দায়িত্ব পালনকালে কোনভাবেই স্বামী/স্ত্রী/ সন্তান/আত্মীয়কে সঙ্গে নিতে ও রাখতে পারবেন না।
৯.৩.৭	হজ চিকিৎসক দল ও হজ সহায়ক দলের সদস্যদের চাকুরী সৌদি আরব অবস্থানকালে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত থাকবে। তাঁরা সৌদি আরবে কাউন্সেলর (হজ) ও মৌসুমী হজ অফিসার মক্কা, মদিনা ও জেদ্দার তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব পালন করবেন। তারা সৌদি আরবে গমনপূর্বক কাউন্সেলর (হজ), বাংলাদেশ হজ অফিস, সৌদি আরবের নিকট যোগদানপত্র দাখিল করবেন এবং বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনকালে কাউন্সেলর (হজ) এর নিকট হতে ছাড়পত্র গ্রহণপূর্বক নিজ নিজ কর্মস্থলে যোগদান করবেন।

৯.৪	**হজগাইড নির্বাচন:** সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রতি ৪৫ জন (আনুমানিক) হজযাত্রীর জন্য একজন দক্ষ হজগাইড (যিনি কোনক্রমেই হজ এজেন্সীর স্বত্ত্বাধিকারী /অংশীদার /এজেন্ট/মোনাজ্জেম হতে পারবেন না) থাকবে। তাঁরা কাউন্সেলর (হজ) এর তত্বাবধানে সৌদি আরবে দায়িত্ব পালন করবেন। হজগাইড বাছাই ও কর্মপরিধি সংক্রান্ত নির্দেশিকা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জারি করবে। এতদ্সংক্রান্ত ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি থাকবে। হজগাইড নির্বাচন হজ ফ্লাইট শুরুর কমপক্ষে ২ (দুই) মাস পূর্বে সম্পন্ন করতে হবে।
৯.৫	**রাষ্ট্রীয় খরচে হজপালন:**
৯.৫.১	জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতিতে যা কিছুই উল্লেখ থাকুক না কেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী অথবা সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে সরকার ঘোষিত সর্বনিম্ন প্যাকেজমূল্যে সরকারি অর্থে পবিত্র হজ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব প্রেরণ করা যাবে। এ দলের সদস্যগণ সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রী হিসেবে সরকারের সর্বনিম্ন প্যাকেজমূল্যে উল্লিখিত সেবাসমূহ প্রাপ্য হবেন। তারা দৈনিক ভাতা বা অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন না। সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে এ দলের সদস্যদের সরকারি হজযাত্রী কোটায় তথ্যফরম পূরণ করে হজ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে (HMIS) সরাসরি এণ্ট্রি করা হবে। এ দলের তালিকা এবং হজ ভিসার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ণাঙ্গ তথ্য ফরম ও পাসপোর্ট হজ ফ্লাইট শুরুর অন্তত: ০২ (দুই) মাস পূর্বে পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় প্রেরণ করতে হবে।
৯.৫.২	স্কাউট ও আঞ্জুমানসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হতে যারা হজযাত্রীর সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত হবেন, তাঁরা অবশ্যই তাঁদের প্রদত্ত সেবাসমূহের বিবরণ বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দায় জমা দিবে। আরবি ভাষায় পারদর্শীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে এবং নির্বাচিতরা মিনার ম্যাপসহ সৌদি আরবের কাজ সম্পর্কে হজ অফিস, ঢাকা হতে ধারণা গ্রহণ করবে।
৯.৬	**মৌসুমী হজ অফিসার নিয়োগ:** শুধুমাত্র হজ মৌসুমের জন্য সরকার কর্তৃক সৃষ্ট পদে বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় ৩ (তিন) মাসের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্য হতে একজন করে মৌসুমী হজ অফিসার নিয়োগ করা হবে। তাঁরা কাউন্সেলর (হজ) সৌদি আরবের তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব পালন করবেন। সৌদি আরবে তাদের কর্মপরিধি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত হবে।
৯.৭	**কারিগরী দল:** বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় হজ মৌসুমে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক কাজে সহায়তা করার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে কর্মরত প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর/অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক সমন্বয়ে সর্বোচ্চ ১২ (বার) সদস্যের একটি কারিগরী দল প্রেরণ করা হবে। হজ কারিগরী দলের কোন সদস্য তাঁর দায়িত্ব পালনকালে কোনভাবেই স্বামী/স্ত্রী/সন্তান/আত্মীয়কে সঙ্গে নিতে ও রাখতে পারবেন না ।
	তৃতীয় অধ্যায়
১০	**বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা:**
১০.১	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় শুধুমাত্র হজযাত্রীদের পরিবহন এবং এতদ্সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবে:
১০.১.১	হজযাত্রী পরিবহনের সুবিধার্থে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ও সৌদি এ্যারাবিয়ান এয়ারলাইন্স ছাড়াও ঢাকা-জেদ্দা-ঢাকা ও ঢাকা-মদিনা/জেদ্দা-ঢাকা পথে সরাসরি হজযাত্রী পরিবহনে ইচ্ছুক মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সুনামের অধিকারী প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য এয়ারলাইন্সযোগে হজযাত্রী পরিবহনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
১০.১.২	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় হিজরি সনের সফর মাসের ৩০ (ত্রিশ) তারিখের মধ্যে হজযাত্রীর ঢাকা-জেদ্দা-ঢাকা ও ঢাকা-মদিনা/জেদ্দা-ঢাকা পথের সরাসরি বিমান ভাড়া নির্ধারণ করে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীর বিমান ভাড়া একই হবে। প্রস্তাবিত ভাড়া সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে সরকার কর্তৃক চূড়ান্ত করা হবে।
১০.১.৩	হজযাত্রী পরিবহন সংক্রান্ত বিষয়াদি সমন্বয়ের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়/বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড মক্কা ও মদিনায় অফিস স্থাপন করবে।
১০.১.৪	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড হজ মৌসুমে হজযাত্রীর ফ্লাইট সিডিউলসহ এতদ্সংক্রান্ত যাবতীয় সমন্বয়মূলক দায়িত্ব পালন করবে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বেসরকারি হজযাত্রীর অগ্রিম বিমান ভাড়া গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় হজযাত্রী পরিবহন সংক্রান্ত একটি গাইডলাইন প্রণয়ন করবে।

১০.১.৫	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড, সৌদি এ্যারাবিয়ান এয়ারলাইন্স, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এবং General Authority of Civil Aviation (GACA), সৌদি আরব এর সাথে আলোচনাক্রমে সমঝোতার ভিত্তিতে Flight Schedule নির্ধারণ করতে হবে। এ ব্যাপারে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা এয়ারলাইন্সগুলো বাস্তবায়ন করবে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড, হজ অফিস, ঢাকা ও সংশ্লিষ্ট এজেন্সীসমূহের প্রতিনিধি ত্রি-পক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীর ফ্লাইট সিডিউল নির্ধারণ করবে। হজ ব্যবস্থাপনার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত দল ব্যতীত হজযাত্রীর সৌদি আরব অবস্থানকাল সর্বোচ্চ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে।
১০.১.৬	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স জেদ্দা, মক্কা-আল-মোকাররমা ও মদিনা-আল-মুনাওয়ারাস্থ অফিস যথাসময়ে হজযাত্রীদের ফ্লাইট সংক্রান্ত তথ্যাদি বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা, মদিনা ও জেদ্দাকে অবহিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং প্রচলিত বিধি অনুযায়ী সৌদি আরবের কম্পিউটার সিস্টেমে তথ্যসমূহ হালনাগাদ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১০.১.৭	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ও বাংলাদেশ হজ অফিসের মধ্যে অধিকতর সমন্বয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হজ মৌসুমে সৌদি আরব পর্বে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের হজযাত্রী পরিবহন সংক্রান্ত কার্যক্রম কনসাল জেনারেল, জেদ্দার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।
১০.১.৮	যে সকল এয়ারলাইন্স হজযাত্রী পরিবহন করবে তারা তাদের ফ্লাইট সিডিউল হজ ওয়েবসাইটে (www.hajj.gov.bd) সরাসরি প্রকাশ করবে। এজন্য মন্ত্রণালয়ের আই.টি ফার্মের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পাসওর্য়াড সংগ্রহ করবে। এয়ারলাইন্সসমূহ তাদের ফ্লাইটে হজযাত্রীর বুকিং এর Electronic Data (PNL-Passenger Name List) (Pre & Post Hajj) মন্ত্রণালয়ের আই.টি ফার্মকে প্রদান করবে। বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এ মর্মে সকল এয়ারলাইন্সকে নির্দেশনা প্রদান করবে এবং এয়ারলাইন্সসমূহ প্রদত্ত নির্দেশনা প্রতিপালন করলো কিনা তা নিয়মিতভাবে তদারকি করবে।
১০.১.৯	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সৌদি আরবে জেদ্দা ও মদিনায় বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ ও **GACA** এর সাথে আলোচনাক্রমে হজ পূর্ব ও হজ উত্তর ফ্লাইট সিডিউল সংক্রান্ত যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত নির্দেশনা এয়ারলাইন্সগুলো বাস্তবায়ন করবে।
১০.২	হজ ফ্লাইটের যাত্রীদের ইমিগ্রেশন, কাস্টমস, চেক-ইন ইত্যাদি কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে হজ মৌসুমে হজ ফ্লাইটে সৌদি আরব গমনের নিমিত্ত সকল হজযাত্রীর ইমিগ্রেশন,কাস্টমস, চেক-ইন ইত্যাদি বিমানে আরোহণ-পূর্ব যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা অবকাঠামোগত সুবিধাদি নিশ্চিতকরণে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের সাথে বিষয়টি সমন্বয় করে হজক্যাম্প হতে বিমানবন্দর পর্যন্ত হজযাত্রী পৌঁছানোর বিষয়ে হজ অফিস, ঢাকা এর সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
১০.৩	হজ শেষে হাজীদের দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় জেদ্দা হজ টার্মিনালে এয়ারলাইন্সের পক্ষ থেকে যথাযথ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। জেদ্দা/মদিনা হজ টার্মিনালে ৬ ঘণ্টার বেশি Detained/যাত্রা বিলম্ব হলে সম্মানিত হাজীদের হোটেলে আনা-নেয়া ও খাবার পরিবেশনের জন্য আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বেসামরিক বিমান পরিবহন কর্তৃপক্ষকে হজ সংক্রান্ত বিষয়ের উপরে In flight video তৈরী ও flight চলাকালে প্রদর্শন করতে হবে। হজযাত্রীর সুবিধার্থে এয়ারলাইন্সসমূহ যাবতীয় নির্দেশিকা বাংলায় প্রকাশ করবে।
১০.৪	হজক্যাম্প, আশকোনা হতে বিমানবন্দর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স সম্মানীত হজযাত্রীদের বাস সার্ভিস প্রদান করবে এবং হজযাত্রী পরিবহনে সম্মানীত হজযাত্রীদের আরও উন্নততর সেবা প্রদান করার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। হজ শেষে এয়ারলাইন্সসমূহ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রতিবছর হজ সেবা কার্যক্রমের উন্নয়নে যে সকল নতুন সেবা প্রচলন বা পরিবর্তন করেছে তার প্রতিবেদন দাখিল করবে।
১০.৫	সম্মানিত হজযাত্রীর ব্যাগ/মালামাল যাতে না হারায় এবং Mishandle হলে দ্রুত খুঁজে বের করার জন্য এয়ারলাইন্সসমূহ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়া Luggage Tracking System (LTS) চালু করতে হবে যাতে দ্রুততার সাথে যে কোন সময়ে Luggage সংক্রান্ত তথ্য হজযাত্রীকে প্রদান করা যায়। বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা ও বাংলাদেশ দূতাবাসের সাথে সিটি চেক-ইন করার জন্য নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান তাদের উপর অর্পিত সেবার পরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করবে ও সেবার মান নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ বাস্তবায়ন করবে।
১০.৬	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড ঢাকা হতে মদিনায় সরাসরি হজযাত্রী পরিবহনের জন্য হজ ফ্লাইট পরিচালনার যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। রাজকীয় সৌদি সরকারের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে নির্ধারিত সংখ্যক ফ্লাইট মদিনা হতে অপারেট করবে।
১০.৭	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড হজ ব্যবস্থাপনার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত দল ব্যতীত হজযাত্রীর ফিরতি ফ্লাইটের বোর্ডিং পাস বাংলাদেশেই প্রদান করবে এবং সম্মানিত হজযাত্রী বোর্ডিং পাস হারিয়ে ফেললে বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা/মদিনা/জেদ্দার প্রত্যয়ন সাপেক্ষে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড ফিরতি ফ্লাইটের ডুপ্লিকেট বোর্ডিং পাস ইস্যু করবে।

১০.৮	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কর্তৃক প্র ণীত হজ সিডিউল অনুমোদনের জন্য যথাসময়ে সৌদি GACA বরাবর দাখিল করা এবং বিমানের ফ্লাইট সিডিউল অনুমোদনের জন্য GACA-র সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা । বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে সৌদি GACA-র এখতিয়ারাধীন বিধায় বিমানের পক্ষে অনুমোদন তরান্বিত করার লক্ষ্যে সময়মত GACA কর্তৃক ৩০-৩৫ দিনে ফ্লাইট সিডিউল নির্ধারনের বিষয়টি অনুমোদনের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকবে।
১০.৯	বিমান ভাড়া নির্ধারণ ও টিকেট বিক্রয়ের বিষয়ে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। প্রতি হজযাত্রীর জন্য নিবন্ধনের সময় আদায়কৃত বিমান ভাড়া ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমান কর্তৃপক্ষকে প্রদানের ভিত্তিতে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের সম্পাদিত দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির শর্ত মোতাবেক গ্রুপ ও এজেন্সীভিত্তিক ফ্লাইট সিডিউল নির্ধারণপূর্বক টিকেট বরাদ্দ করবে। টিকেট বরাদ্দের পূর্বে ফ্লাইট সিডিউল নির্ধারণ করার নিমিত্ত বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হাব, আটাব ও সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে সভা করবে।
১০.১০	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট এজেন্সী/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপরোক্ত নীতিমালা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১১	**পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা:** হজ কার্যক্রম বাংলাদেশ এবং সৌদি আরবের মধ্যে একটি দ্বি-পাক্ষিক বিষয়। দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দূতাবাস/কনস্যুলেটের মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বীয় দায়িত্ব পালন করবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সৌদি সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চুক্তি সম্পাদন ও হজ সংক্রান্ত ভিসা প্রদানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়াও সৌদি আরবে কূটনৈতিক যোগাযোগ, প্রটোকল, উর্ধ্বতন সৌদি কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাৎ, বাড়ি ভাড়া, এয়ারলাইন্সসমূহের সিটি-চেক-ইন, মিনার তাঁবুতে মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন, জেদ্দা ও মদিনায় হজযাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে স্লট প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়ে স্বীয় দায়িত্ব পালনসহ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সৌদি আরবে কর্মরত হজ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে সহযোগিতা প্রদান করবে। তাছাড়াও হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ও রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দ্বি-পাক্ষিক বিষয়সমূহে সার্বিক সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করবে।
১২	**স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা:**
১২.১	রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে চুক্তি মোতাবেক হজযাত্রীর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত মেডিকেল ফাইল ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে তৈরি করতে হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে হজযাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং মেডিকেল ফাইল তৈরির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১২.২	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে স্বাস্থ্যসনদ প্রদানকালে হজযাত্রীর স্বাস্থ্যগত ও শারীরিক যোগ্যতার বিষয়টি নিশ্চিত করবে এবং সময়ে সময়ে তা অনলাইনে হালনাগাদ করবে।
১২.৩	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মেনিনজাইটিস, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি প্রতিষেধক সংগ্রহ ও প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১২.৪	সৌদি আরবে হজযাত্রীর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ে চিকিৎসক দলের সদস্য তথা চিকিৎসক, নার্স, ব্রাদার ও ফার্মাসিস্ট মনোনয়ন প্রদান করবে।
১২.৫	সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে অতিশয় বৃদ্ধ, ঝুঁকিপূর্ণ রোগে আক্রান্ত, ক্ষীণ দৃষ্টি ইত্যাদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের যাতে হজে গমনের স্বাস্থ্যগত উপযুক্ততার সার্টিফিকেট দেয়া না হয় তার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করবে।
১৩	**স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা:**
১৩.১	হজ ও ওমরাহযাত্রীর আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট প্রস্তুত করার জন্য যথাসময়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পুলিশ ছাড়পত্র প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। হজ মৌসুমে হজক্যাম্পে হজযাত্রীর নিরাপত্তা প্রদান, ওমরাহযাত্রীর ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম যথাসম্ভব সহজতর করাসহ হজ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করবে। ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ হজ ও ওমরাহ ভিসায় গমন ও প্রত্যাগমনকারীর নাম, ঠিকানাসহ প্রকৃত তালিকা (স্পষ্ট কপি) ও সংখ্যা দৈনিক ভিত্তিতে পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় সরবরাহ করবে।
১৩.২	ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট হতে হজে গমনকৃত ও প্রত্যাগত হাজীর নির্দিষ্ট তথ্যসহ ফ্লাইটওয়ারী তালিকা (সফ্ট কপি) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে (HMIS) ই-মেইলের মাধ্যমে সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ইমিগ্রেশনকে নির্দেশনা প্রদান করবে। প্রতিদিন একাধিকবার এই তথ্য দিতে হবে যাতে তা সাথে সাথে কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডারে আপডেট করা যায় এবং সকল স্টেকহোল্ডার তা থেকে সরাসরি রিপোর্ট পেতে পারেন। যে সকল হাজী হজ শেষে বাংলাদেশে ফেরত আসবেন না, তাঁদের তালিকা প্রস্তুত করে হজ শেষ হওয়ার ০১ (এক) মাসের মধ্যে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। এ বিষয়টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে।
১৩.৩	কাঁচা খাবার/খাবার প্রস্তুতের দ্রব্য সামগ্রী ও রেজিস্টার্ড ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রবিহীন ঔষধ পত্র যাতে হজ ও ওমরাহযাত্রীরা বহন করতে না পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবে।
১৩.৪	পুলিশের বিশেষ শাখা হতে হজযাত্রীদের ভেরিফিকেশন প্রতিবেদন পাওয়ার পর ইমিগ্রেশন কার্যাদি সম্পন্ন করতে হবে। এজন্য পুলিশের ভেরিফিকেশন এবং ইমিগ্রেশন শাখাসমূহ প্রয়োজনীয় তথ্য সমন্বয় করবে।

১৩.৫	হজযাত্রীর ভিসা জটিলতা নিরসনের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য অনুযায়ী মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট প্রদান নিশ্চিত করবে।
১৩.৬	যেহেতু সৌদি ই-হজ সিস্টেমের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের কারণে বাংলাদেশ হতে গমনকারী হজযাত্রীর পাসপোর্ট সংক্রান্ত নির্ভুল তথ্য প্রয়োজন সেহেতু ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধন সিস্টেমের সাথে পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ডাটাবেজের সংযোগ (Integration) স্থাপন করতে হবে। যাতে প্রাক-নিবন্ধিত হজযাত্রীর জাতীয় পরিচয়পত্রের বিপরীতে সর্বশেষ পাসপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধন সার্ভারে হালনাগাদ করা সম্ভব হয়। এছাড়াও রাজকীয় সৌদি সরকারের প্রয়োজনে হজযাত্রীর আঙুলের ছাপ নির্ধারিত ফরম্যাটে প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকায় বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর তা যথাসময়ে প্রদান নিশ্চিত করবে।
১৪	**গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা:** গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হজক্যাম্পের বছরব্যাপী রক্ষণাবেক্ষণসহ হজ মৌসুমে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পন্ন করে হজ অফিস প্রস্তুতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতায় হজ অফিস এর সার্বক্ষণিক নিরাপত্তাসহ হজ মৌসুমে বিশেষ নিরাপত্তা বিধানের নিমিত্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রয়োজনে স্থায়ী/অস্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ, হজক্যাম্প সজ্জিতকরণ, নিরাপদ পানীয় জলের সংস্থানসহ প্রয়োজনীয় ইউটিলিটি সার্ভিস প্রদান, বছরব্যাপী নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করবে। এছাড়াও হজ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট কাজে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।
১৫	**তথ্য মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা:** হজ কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা হতে শুরু করে বিভিন্ন ঘোষণা ও বিবৃতিমূলক বিজ্ঞপ্তিসহ হজের নিয়ম-কানুন এবং সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি/ঘোষণা/বিজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে তথ্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়াও হজ মৌসুমে সম্প্রচারমূলক ও প্রচারণামূলক কর্মকান্ডে হজ অফিস, ঢাকাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণমূলক কর্মকান্ডে এবং হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত প্রচার-প্রচারণামূলক কার্যক্রমে জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা করবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুরোধক্রমে হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত স্লাইড, স্থির চিত্র, বিজ্ঞাপন চিত্র, তথ্য চিত্র, প্রামাণ্য চিত্র ইত্যাদি তৈরিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। তথ্য মন্ত্রণালয় হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত প্রচার তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বেসরকারি বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, রেডিও ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবে। এ ছাড়া প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন সিস্টেমের উপর বিস্তারিত পদ্ধতি অবহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থা করবে।
১৬	**বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের ভূমিকা:**
১৬.১	**বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা:** সৌদি আরবে বাড়ি ভাড়া, সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন ফিসহ বিভিন্ন ফি, হজযাত্রীর ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য হজ ব্যবস্থাপনার সাথে বৈদেশিক মুদ্রার বিষয়টি জড়িত। হজ অগ্রাধিকার বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক যথাসময়ে বৈদেশিক মুদ্রা ছাড় এবং এতদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ছাড়াও অন্যান্য তফসীলভুক্ত ব্যাংক থেকে বৈদেশিক মুদ্রা স্থানান্তরের ব্যবস্থা করবে। তাছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুরোধক্রমে অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১৬.২	**সোনালী ব্যাংক ও অনুমোদিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা:** ১। প্রাক্-নিবন্ধনের অর্থ গ্রহণের পূর্বে প্রবাসী ও ১৮ বছরের নিম্নবয়সীর জন্মনিবন্ধন সনদের (মূলকপি) তথ্য প্রাক্-নিবন্ধন ভাউচারের সঙ্গে যাচাই করবে। ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়স্কদের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্রের (মুলকপি) সঙ্গে যাচাই করবে। ২। হজযাত্রীর লিখিত সম্মতি ব্যতিত কোন হজযাত্রীর প্রাক্-নিবন্ধন বাতিল করা যাবে না। ৩। প্রাক্-নিবন্ধন ও নিবন্ধনের পদ্ধতি প্রতিটি শাখায় বিস্তারিত আকারে হজযাত্রীর সুবিধার্থে প্রদর্শন করবে। ৪। যে সব শাখার মাধ্যমে প্রাক্-নিবন্ধন ও নিবন্ধন সম্পন্ন করবে তা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করবে। ৫। নিবন্ধন কার্যক্রমে নির্বাচিত ব্যাংকসমূহ সরকার নির্ধারিত অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত করে হজযাত্রীর নিবন্ধন সম্পন্ন করবে। নিবন্ধনের অর্থ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক পরিশোধ করবে। ৬। হজ এজেন্সী/ হজযাত্রীকে হজ বাবদ কোন প্রকার ঋণ প্রদান করা যাবে না। ৭। সোনালী ব্যাংক অনুমোদিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়ন করবে।
১৭	**জেলা প্রশাসকের ভূমিকা:** জেলা প্রশাসক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী হজ ব্যবস্থাপনার কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন। জেলা প্রশাসক তার জেলার হজযাত্রীর প্রাক-নিবন্ধন এবং নিবন্ধন করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করবেন, মাহরামসহ একইসঙ্গে হজে গমনেচ্ছুদের নিবন্ধন সনদ গ্রহণ এবং হজ অফিস, ঢাকায় প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এছাড়াও জেলা প্রশাসক প্রয়োজনে হজ সংক্রান্ত বিষয়াদি প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণসহ হজযাত্রীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। হজ সংক্রান্ত তথ্য কেন্দ্র স্থাপন এবং হজ সম্পাদনে হজযাত্রীর সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবেন। জেলা প্রশাসক হজ সংক্রান্ত কাজে স্থানীয় পর্যায়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের

	কার্যক্রমের সমন্বয় করবেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুরোধক্রমে স্থানীয় পর্যায়ে হজযাত্রীর অভিযোগ তদন্ত ও নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তার জেলার দক্ষ (যিনি কোনক্রমেই হজ এজেন্সীর স্বত্বাধিকারী /অংশীদার /এজেন্ট/মোনাজ্জেম হতে পারবেন না) হজ গাইডের তালিকা (হজযাত্রীর তালিকা সংবলিত ফরম পূরণপূর্বক) পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় প্রেরণ করবেন। জেলা প্রশাসন তার জেলার অন্তর্গত সকল ইউডিসি ইউজার এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিকে প্রাক্-নিবন্ধন সিস্টেমের উপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। তাছাড়াও জেলা প্রশাসক হজ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে সম্পৃক্ত করত: হজযাত্রীকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
১৮	**ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ভূমিকা:**
১৮.১	সরকারি ব্যবস্থাপনাধীন হজযাত্রী সংগ্রহ ও তাদের প্রদেয় সুযোগ-সুবিধাসহ যাবতীয় বিষয় জনগণকে অবহিত ও উদ্বুদ্ধ (Motivate) করবে। জেলা পর্যায়ে হজ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। হজের তথ্যাবলীর জন্য ওয়েবসাইটের (www.hajj.gov.bd) ঠিকানা প্রচার করবে। প্রাক-নিবন্ধন ফরম এবং মাহরামসহ একইসঙ্গে হজে গমনেচ্ছুদের নিবন্ধন ভাউচার পূরণের ব্যবহার বিধি হজযাত্রীকে অবহিত করবে।
১৮.২	হজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রশিক্ষিত ইমামদের মাধ্যমে হজের আরকান-আহকাম সম্পর্কে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনায় হজে গমনেচ্ছুদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১৮.৩	হজযাত্রীর প্রাক-নিবন্ধন এবং মাহরামসহ একইসঙ্গে হজে গমনেচ্ছুদের নিবন্ধন ভাউচার পূরণ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জমাদানে সহযোগিতা, হজ অফিস, ঢাকার সাথে যোগাযোগ রক্ষা ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করবে।
১৮.৪	সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য নিয়োজিতব্য হজগাইড নির্বাচনে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত সংশ্লিষ্ট কমিটিকে সহায়তা করবে।
১৮.৫	সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রতি ৪৫ জন (আনুমানিক) হজযাত্রী নিয়ে গ্রুপ গঠন করবে এবং হজ ফ্লাইট শুরুর কমপক্ষে ৭৫ (পঁচাত্তর) দিন পূর্বে দক্ষ (যিনি কোনক্রমেই হজ এজেন্সীর স্বত্বাধিকারী /অংশীদার /এজেন্ট/মোনাজ্জেম হতে পারবেন না) হজগাইডের তালিকা (হজযাত্রীর তালিকা সংবলিত ফরম পূরণপূর্বক) জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা হজগাইড নির্বাচন কমিটির মাধ্যমে পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় প্রেরণ করবে।
১৮.৬	প্রয়োজনে হজ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আওতাধীন উপজেলা পর্যায়ের মসজিদভিত্তিক পাঠাগারের কর্মকর্তা/কর্মচারী, ইসলামিক মিশনসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষক ও মাস্টার ট্রেইনারগণকে সম্পৃক্ত করবেন।
	চতুর্থ অধ্যায়
১৯	**আপৎকালীন ফান্ড:** হজক্যাম্পে হজযাত্রীর আগমনের পর থেকে হজ শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত যে কোন দৈব-দুর্বিপাক বা তাৎক্ষণিক জরুরি প্রয়োজনে ব্যয় নির্বাহ এবং হজযাত্রী/হাজীদের সার্বিক কল্যাণের জন্য আপৎকালীন ফান্ড থাকবে। আপৎকালীন ফান্ডের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে প্রত্যেক হজযাত্রীর নিকট হতে গৃহীত অর্থ উক্ত ফান্ডের আয়ের উৎস হবে। এ ছাড়া হজযাত্রীর নিকট থেকে হজ সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন খাতে গৃহীত অর্থের মাধ্যমে ক্রয়কৃত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় মূল্যের তারতম্যের কারণে অতিরিক্ত অর্থ (যদি থাকে), ইতোমধ্যে স্থানীয় সার্ভিস চার্জ এর অব্যয়িত, অ-দাবিকৃত ও বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের তারতম্যের ফলে জমাকৃত অর্থও উক্ত ফান্ডে জমা হবে। আপৎকালীন ফান্ডে জমাকৃত তহবিল পরিচালনা এবং আপৎকালীন ফান্ডের অর্থ কোন কোন খাতে ব্যয় হবে সে বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন করবে। তাছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীর জমাকৃত অর্থের অব্যয়িত (যদি থাকে) অর্থ (সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন ফি ও অন্যান্য) উক্ত ফান্ডে সরাসরি স্থানান্তরিত হবে।
২০	**হজযাত্রীদের অব্যয়িত অর্থ ফেরত প্রদান:**
২০.১	মৃত্যু ও গুরুতর অসুস্থতা/দুর্ঘটনা জনিতকারণে সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন ফি জমাদানকারী হজযাত্রী পবিত্র হজব্রত পালনের লক্ষ্যে সৌদি আরব গমনে ব্যর্থ হলে কেবলমাত্র অব্যয়িত অর্থ (বিমান ভাড়া, খাওয়া খরচ, ইত্যাদি) ফেরৎ পাবেন।
২০.২	সরকারি ব্যবস্থাপনায় সৌদি আরবে বাড়ি ভাড়ার অব্যয়িত অর্থ (যদি থাকে) ফেরত যোগ্য হবে।
২০.৩	উভয় ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীর ক্ষেত্রে অর্থ ফেরত প্রদান সংক্রান্ত উদ্ভূত যে কোন সমস্যা নিরসনের ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
২০.৪	সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে বিমান ভাড়া ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সের বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে।

পঞ্চম অধ্যায়	
২১	**ওমারাহ এজেন্সী সংক্রান্ত:**
২১.১	**ওমারাহ এজেন্সী:** বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ হতে পবিত্র ওমরাহ পালনে গমনেচ্ছুদের দলগতভাবে/ এককভাবে সৌদি আরবে প্রেরণ ও ফেরত আনা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের জন্য ওমরাহ এজেন্সী নিয়োগ/নবায়নের বিষয়ে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতির সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ কার্যকর হবে। এ হজ ও ওমরাহ নীতি ইত:পূর্বে নিয়োগকৃত ওমরাহ এজেন্সীসমূহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে ।
২১.২	**ওমরাহ এজেন্সীর দায়-দায়িত্ব:**
২১.২.১	সংশ্লিষ্ট ওমরাহ এজেন্সীকে ওমরাহ পালনে ইচ্ছুকদের গ্রুপ ভিত্তিক/এককভাবে বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে প্রেরণ, ওমরাহ পালনের জন্য মক্কা শরীফে আবাসন, গাইডের ব্যবস্থা, মদিনা শরীফে জিয়ারতের জন্য প্রেরণ, মদিনা শরীফে আবাসন, খাওয়া ও সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা (প্যাকেজ ট্যুর) এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক কার্যাদিসহ ওমরাহ পালন শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি গ্রুপ/একক সৌদি আরব যাওয়ার আগে এবং সৌদি আরব থেকে বাংলাদেশে ফেরত আসার বিষয়ে প্রমাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হজ অফিস, ঢাকা ও মক্কাস্থ বাংলাদেশ হজ অফিসে দাখিল করতে হবে।
২১.২.২	ওমরাহ এজেন্সীর ওমরাহযাত্রীদের নামের তালিকা ওমরাহ এজেন্সীগণ পরিচালক, হজ অফিসের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবেন। মন্ত্রণালয় উক্ত তালিকা যাচাই-বাছাই শেষে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ সৌদি দূতাবাসে ভিসা প্রদানের সুপারিশ প্রেরণ করবে। এ ক্ষেত্রে হাব প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকবে।
২১.২.৩	যে কোন ওমরাহ এজেন্সী প্রতিবছর সর্বোচ্চ ৫০০ জন ওমরাহযাত্রী প্রেরণ করতে পারবে। তবে সরকার সময়ে সময়ে এ সংখ্যা কমাতে কিংবা বৃদ্ধি করতে পারবে।
২১.২.৪	কোন গ্রুপের কোন সদস্য যদি মৃত্যু অথবা গুরুতর অসুস্থতা ব্যতীত অন্য কোন কারণে সৌদি আরব থেকে যায় এবং সংশ্লিষ্ট ওমরাহ এজেন্সী তাঁকে ফেরত আনতে ব্যর্থ হয় তাহলে এরূপ প্রতি ওমরাহযাত্রীর ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট ওমরাহ এজেন্সীর জামানত হতে সার্বোচ্চ ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা যাবে। কোন গ্রুপের একাধিক ব্যক্তির বেলায় এরূপ ঘটনা ঘটলে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ওমরাহ এজেন্সীর সমুদয় জামানত বাজেয়াপ্ত অথবা সমুদয় জামানত বাজেয়াপ্তসহ ওমরাহ এজেন্সী নিয়োগের আদেশ বাতিল করতে পারবে। এক্ষেত্রে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতির সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ প্রযোজ্য হবে।
২১.২.৫	ওমরাহ এজেন্সী কর্তৃক ওমরাহ পালন করতে ইচ্ছুকদের নিকট হতে বিমান ভাড়া, বাড়ি/হোটেল ভাড়া, খাওয়া-দাওয়া, বাস ভাড়া ইত্যাদির বাবদ সকল প্রকার অর্থ এজেন্সীর নিজস্ব ব্যাংক হিসেবের মাধ্যমে সংগ্রহ করবে। প্রত্যেক ওমরাহ এজেন্সীর ব্যাংক হিসাব নম্বর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে।
২১.২.৬	কোন ওমরাহযাত্রী যদি কোন ওমরাহ এজেন্সীর বিরুদ্ধে ওমরাহ সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন করে তবে তা তদন্ত করত: ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতির সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদের আলোকে নিষ্পত্তি করবে।
২১.২.৭	ওমরাহ এজেন্সীকে বাংলাদেশ সরকার ও সৌদি সরকারের যাবতীয় আইন-কানুন, বিধি-বিধান, প্রথা ও প্রশাসনিক আদেশ ইত্যাদি যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে।
২১.২.৮	ওমরাহ এজেন্সী কর্তৃক প্রেরিত কোন ওমরাহযাত্রী (মৃত্যু/অসুস্থতাজনিত কারণ বা অন্য কোন আইন সংগত কারণ ব্যতীত) যদি ফেরৎ না আসে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওমরাহ এজেন্সী দায়ী থাকবে। এক্ষেত্রে সৌদি আরবে এবং বাংলাদেশে প্রচলিত আইনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
২১.২.৯	ওমরাহ এজেন্সী কর্তৃক ওমরাহ প্রসেসিং ফি ও প্রদেয় সকল সেবার নির্ধারিত ব্যয় উল্লেখপূর্বক বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ওমরাহ প্যাকেজ ঘোষণা করবে এবং এর কপি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও হজ অফিস, ঢাকায় প্রেরণ নিশ্চিত করবে।
২১.২.১০	রাজকীয় সৌদি সরকারের ওমরাহ সংক্রান্ত নীতি মোতাবেক বাংলাদেশের ওমরাহ এজেন্সী (কোম্পানী/ট্রাভেল এজেন্সী) তাদের সকল প্রকার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্থানীয় সৌদি ওমরাহ এজেন্সীর সাথে সার্বিক বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হবে। কেননা ওমরাহ ভিসায় গমনকারী তার নির্দিষ্ট কাজের বাহিরে এমন কোন কাজ করতে পারবেন না যা স্থানীয়ভাবে কোম্পানীতে কর্মরত শ্রমিক/স্টাফগণ করতে পারেন।
ষষ্ঠ অধ্যায়	
২২	**হজ ও ওমরাহ এজেন্সী নিয়োগ, পরিদর্শন ও নবায়ন:**
২২.১	**নিয়োগের শর্তাবলী:** বেসরকারি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হজ ও ওমরাহ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ ও ওমরাহ এজেন্সী নিয়োগ করবে:
২২.১.১	কোন একটি হজ ও ওমরাহ এজেন্সীর স্বত্বাধিকারী/পরিচালক/অংশীদার কেবল একটি করে হজ ও ওমরাহ এজেন্সীর লাইসেন্স পাওয়ার বা সংরক্ষণের অধিকারী হবেন। হজ ও ওমরাহ এজেন্সী বিক্রয়/হস্তান্তরযোগ্য নয়। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে একক মালিকানা থেকে যৌথ মালিকানায় রুপান্তর/পরিবর্তন এবং ঠিকানা পরিবর্তন করা যাবে।

২২.১.২	এজেন্সীর স্বত্বাধিকারী/পরিচালক/অংশীদার সকলকে জন্মসূত্রে বাংলাদেশের মুসলিম নাগরিক হতে হবে। এক্ষেত্রে নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য ইউ.পি/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিক সনদপত্র/ জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট ইত্যাদি প্রযোজ্য হবে।	
২২.১.৩	হজ ও ওমরাহ এজেন্সীর লাইসেন্স প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ন্যূনতম ০২ (দুই) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হালনাগাদ ট্রাভেল এজেন্সীর সনদপত্র থাকতে হবে।	
২২.১.৪	ওমরাহ এজেন্সী প্রাপ্তির ক্ষেত্রে হজ লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্রাদি ও যোগ্যতা ছাড়াও হালনাগাদ International Association of Travel Agents (IATA) সনদ থাকা বাধ্যতামূলক হবে।	
২২.১.৫	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত অর্থের জামানত সচিব, ধর্ম বিষযক মন্ত্রণালয় নামে লিয়েনকৃত এফডিআর-এর মাধ্যমে জমা রাখতে হবে।	
২২.১.৬	একই ঠিকানা/স্পেস-এ একাধিক হজ অথবা ওমরাহ এজেন্সী লাইসেন্স প্রদানযোগ্য হবে না। হজ ও ওমরাহ এজেন্সীর লাইসেন্স পেতে হলে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশে নিজস্ব অথবা ভাড়াকৃত কমপক্ষে ৪০০ (চারশত) বর্গফুট আয়তনের অফিস ও প্রয়োজনীয় জনবল থাকতে হবে।	
২২.১.৭	হজ ও ওমরাহ এজেন্সীকে বাংলাদেশ ও রাজকীয় সৌদি সরকারের যাবতীয় আইন-কানুন, বিধি-বিধান, প্রথা ও প্রশাসনিক আদেশ ইত্যাদি যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে। এতদ্‌সংক্রান্ত ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত অপরাপর শর্তসহ সকল শর্ত পালনের নিমিত্ত এজেন্সীসমূহকে একটি অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে।	
২২.১.৮	এজেন্সীর অফিসে যোগাযোগের আধুনিক ব্যবস্থা (টেলিফোন, ই-মেইল, মোবাইল, ফ্যাক্স, রিজার্ভেশন পদ্ধতি ইত্যাদি) থাকতে হবে। পর্যায়ক্রমে স্ব স্ব ওয়েবসাইট তৈরি করতে হবে।	
২২.১.৯	হজ ও ওমরাহ এজেন্সী নিয়োগ ও নবায়নের ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ফি নির্ধারণ করবে।	
২২.১.১০	শাস্তিস্বরূপ হজ অথবা ওমরাহ লাইসেন্স বাতিলকৃত কোন এজেন্সীর স্বত্বাধিকারী/পরিচালক/অংশীদার কোনক্রমেই পুনরায় হজ অথবা ওমরাহ লাইসেন্স পাওয়ার অধিকারী হবেন না বা অন্য কোন হজ অথবা ওমরাহ এজেন্সীর কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বা সম্পৃক্ত হতে পারবেন না।	
২২.১.১১	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে অন্যবিধ যে কোন শর্ত আরোপের ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।	
২২.১.১২	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইচ্ছা করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে হজ ও ওমরাহ এজেন্সী নিয়োগের যে কোন আবেদনপত্র/এজেন্সী নিয়োগের আদেশ বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।	
২২.২	**নিয়োগ প্রক্রিয়া:** বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ন্যূনতম ০২(দুই) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রাভেল এজেন্সী কর্তৃক প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি আবেদনের আলোকে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতিতে বর্ণিত শর্তাবলী অনুসরণ করে সরেজমিন তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ফি গ্রহণপূর্বক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নতুন হজ ও ওমরাহ এজেন্সী নিয়োগ করবে।	
২২.৩	**পরিদর্শন:** জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, এজেন্সী ও সরকারের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্তসমূহ এবং হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত বাংলাদেশ ও সৌদি সরকারের বিধি-বিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ও সৌদি আরবে হজ ও ওমরাহ এজেন্সীর সার্বিক কার্যক্রম তদারকি/পরিদর্শন করতে পারবে।	
২২.৪	**নবায়ন:** এজেন্সীসমূহের পূর্ববর্তী বছরসমূহের কার্যক্রম, সেবার মান, হালনাগাদ ট্রাভেল লাইসেন্স, ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনদ, ওমরাহ এজেন্সীর ক্ষেত্রে IATA সনদ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট প্রমাণপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সরকারের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক আরোপিত/ধার্যকৃত ফি গ্রহণ করত: ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়কালের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক হজ ও ওমরাহ লাইসেন্স নবায়ন করা হবে।	
২৩	**হজ ও ওমরাহ এজেন্সীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্ত, শাস্তি ও রিভিউ:**	
২৩.১	**তদন্ত/শাস্তির কারণসমূহ:**	
	(ক)	প্যাকেজ ঘোষণা না করা/ঘোষিত প্যাকেজ অনুযায়ী সেবা প্রদানে ব্যর্থতা;
	(খ)	হজ/ওমরাহযাত্রীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর না করা/চুক্তি অনুযায়ী সেবা প্রদানে ব্যর্থতা;
	(গ)	জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতির নির্ধারিত নির্দেশাবলী লঙ্ঘন;
	(ঘ)	রাজকীয় সৌদি সরকারের নির্ধারিত আইন-কানুন লঙ্ঘন;
	(ঙ)	হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা কর্মে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে অসদাচরণ ও অসহযোগিতা;
	(চ)	সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময় এতদ্‌সংক্রান্ত জারীকৃত বিজ্ঞপ্তি/পরিপত্র/প্রজ্ঞাপন/নির্দেশনার ব্যত্যয় বা লঙ্ঘন;
	(ছ)	যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হজ ও ওমরাহযাত্রী প্রত্যাবর্তন না করা;
	(জ)	হজ/ওমরাহযাত্রীর সাথে যে কোন ধরণের প্রতারণা;
	(ঝ)	হজ/ওমরাহ এজেন্সী ও সরকারের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত ভঙ্গ;

	(ঞ)	প্রাক্-নিবন্ধনবিহীন এবং নিবন্ধনবিহীন কোন ব্যক্তির নামে সৌদি ই-হজ সিস্টেমে কোনক্রমেই হজ VISA লজমেন্ট করা যাবে না।
	(ট)	এছাড়াও অন্যবিধকারণে হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত সৃষ্ট যে কোন অপরাধ কিংবা ত্রুটি সংঘঠন;
২৩.২	**তদন্ত ও শাস্তি:** বাংলাদেশে ও সৌদি আরবে হজ অথবা ওমরাহযাত্রী অথবা অপর কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অথবা স্ব-উদ্যোগে মন্ত্রণালয় কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসনিক দলের মাধ্যমে অথবা বাংলাদেশ কিংবা সৌদি আরবে হজ/ওমরাহ ব্যবস্থাপনা কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর মাধ্যমে প্রাপ্ত/দাখিলকৃত অভিযোগ তদন্ত করত: তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট হজ ও ওমরাহ এজেন্সী এবং ইহার স্বত্বাধিকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি/অংশীদার/ পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিম্নরূপ যে কোন এক বা একাধিক প্রকারের শাস্তি প্রদান করতে পারবে : ১. হজ ও ওমরাহ এজেন্সীর লাইসেন্স বাতিল; ২. জামানত বাজেয়াপ্তসহ হজ ও ওমরাহ এজেন্সীর লাইসেন্স বাতিল; ৩. হজ ও ওমরাহ এজেন্সীর লাইসেন্স স্থগিত; ৪. হজ ও ওমরাহ এজেন্সীর জামানত বাজেয়াপ্ত; ৫. জামানতের অংশবিশেষ বাজেয়াপ্ত; ৬. অর্থ দন্ড/জরিমানা; ৭. অর্থ দন্ড/জরিমানা এবং হজ ও ওমরাহ এজেন্সীর লাইসেন্স বাতিল; ৮. তিরস্কার/সতর্কীকরণ (পর পর তিনবার তিরস্কার/সতর্কীকরণ নোটিশ প্রাপ্ত হলে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে লাইসেন্স বাতিল করা হবে)।	
২৩.৩	**রিভিউ:**	
২৩.৩.১	২৩.১-এ বর্ণিত অভিযোগ অনুসারে অনুচ্ছেদ ২৩.২ অনুযায়ী শাস্তিপ্রাপ্ত সংক্ষুব্ধ এজেন্সী শাস্তি আদেশ প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আদেশ রিভিউ করার জন্য সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন করতে পারবে।	
২৩.৩.২	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এর নেতৃত্বে অনধিক ৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট একটি রিভিউ কমিটি গঠন করবেন। রিভিউ কমিটি প্রাপ্ত আবেদনগুলো যথাসম্ভব পরবর্তী ২৫ (পঁচিশ) দিনের মধ্যে শুনানীর ব্যবস্থা করবে।	
২৩.৩.৩	রিভিউ কমিটি এতদুদ্দেশ্যে প্রাপ্ত আবেদনগুলো পুন:শুনানির মাধ্যমে কেস-বাই-কেস মতামত দেবেন। উক্ত মতামতের আলোকে মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী রিভিউ সংক্রান্ত চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করবেন।	

সপ্তম অধ্যায়

২৪	**জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা:**
২৪.১	রাজকীয় সৌদি সরকার হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন, বিধি-বিধান প্রায়শঃ পরিবর্তন ও সংযোজন করে থাকে। এছাড়াও প্রতিবছর হজ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের ফলে বাস্তব কারণে হজ ও ওমরাহ বাস্তবায়ন কর্মকৌশলে পরিবর্তন,পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়। যা জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতির উপরেও প্রভাব ফেলে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করত: প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
২৪.২	প্রয়োজনে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতির ব্যাখ্যা প্রদান, নীতি বাস্তবায়নে উদ্ভূত যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা এবং নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে কোন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভুক্ত থাকবে।
২৪.৩	জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি-১৪৩৮ হিজরি (২০১৭ খ্রি.) কার্যকর হবে এবং পূর্বের জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি-১৪৩৭ হিজরি/২০১৬ খ্রিঃ বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে পূর্বের জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ১৪৩৭ হিজরি/ ২০১৬ খ্রি. এর আলোকে সম্পাদিত সকল কার্যক্রম অত্র জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ১৪৩৮ হিজরি (২০১৭ খ্রি.) এর আলোকে সম্পাদিত হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

২৯/২/২০১৭

মো: আব্দুল জলিল
সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।